প্রাচীন ত্রিপুরা লোক সংগীত সংকলন

নরেন্দ্র দেববর্মা

উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার

প্রাচীন ত্রিপুরী লোক সংগীত সংকলন

নরেন্দ্র দেববর্মা

উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার

প্রাচীন ত্রিপুরী লোক সংগীত সংকলন

প্রকাশক ঃ উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার

১ম প্রকাশ ঃ ১৯৮৩ ইং

২য় প্রকাশ ঃ আগষ্ট, ২০১১ ইং

মুদ্রক ঃ প্রিন্টবেষ্ট, কর্ণেল চৌমুহনী
আগরতলা

মূল্য ঃ ৫৭ টাকা

গ্রন্থ স্বত্ব উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক সংরক্ষিত

২য় সংস্করণের ভূমিকা

প্রাচীন ত্রিপুরী লোক সংগীত সংকলন গ্রন্থটি পাঠক, গবেষক ও উপজাতি সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষদের মধ্যে দারুণ সারা ফেলেছে এবং এই গ্রন্থটির ১ম সংস্করণ ইতিমধ্যে নিঃশেষিত হয়ে গেছে।

আশা করি গ্রন্থটির ২য় সংস্করণ পাঠক, গবেষক ও উপজাতি সংস্কৃতি প্রেমী মানুষদের মধ্যে সমানভাবে সমাদৃত হবে।

সাইলোহুনা
অধিকর্তা
উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার

ভূমিকা

লোক সঙ্গীতের সম্পদে সমৃদ্ধ পূর্ব ভারতের ছোট প্রত্যন্ত রাজ্য ত্রিপুরা। ত্রিপুরার আদিম অধিবাসী জনজাতি বা উপজাতি সম্প্রদায়। ভারতের অন্যান্য আদিবাসীদের মতো ত্রিপুরার উপজাতি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা এখনো লিখিত ভাষারূপে বিকাশের অপেক্ষায়। লেখ্য ভাষার অভাবে কথ্য ভাষাই হচ্ছে উপজাতি সম্প্রদায়ের কৃষ্টি-সংস্কৃতির চর্চা ও বাহনের প্রধানতম মাধ্যম। যুগ যুগ ধরে এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষ, এক মুখ থেকে আর এক মুখে উপজাতি সম্প্রদায়ের কৃষ্টি সংস্কৃতির উপাদানগুলো বাহিত হয়ে এসেছে এই শ্রেণীর কৃষ্টি সংস্কৃতির প্রধানতম বাহন সেই সংশ্লিষ্ট সমাজের সঙ্গীত স্বাভাবিক কারনেই সমৃদ্ধ।

ত্রিপুরার বৃহত্তম আদিবাসী সম্প্রদায় অর্থাৎ ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের লোক সঙ্গীত ঐ একই কারণে সমৃদ্ধ একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। বর্হি-সংস্কৃতির প্রভাব মুক্ত প্রাচীন ত্রিপুরী লোক সঙ্গীত নিজেকে নিজেই প্রভাবিত করে সঙ্গীত জগতের এক ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার গড়ে তুলেছে অনুকূল পরিবেশের অভাবে এই সঙ্গীত রত্ন ভাণ্ডার বর্হি- ত্রিপুরার মানুষের কাছে তাই অজ্ঞাত অবস্থায় রয়ে গেছে।

পার্বতী ত্রিপুরার বুকে লুক্কায়িত এই মানব সম্পদকে বর্হি-প্রকাশের সুযোগ করে দেওয়াই বর্তমান এই প্রাচীন ত্রিপুরী লোক সঙ্গীত সংকলন প্রকাশের প্রধানতম উদ্দেশ্য।

বর্তমান সংকলনে ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্ত ও অঞ্চল থেকে সংগৃহীত মোট ১০০টি ত্রিপুরী লোক সঙ্গীত সন্নিবেশিত করা হয়েছে। প্রতিটি সঙ্গীতের সংগ্রহ কাল, সংগ্রহের উৎস, বিষয়-বস্তু ছাড়াও ভাবার্থ বুঝবার সাহায্যার্থে বাংলা ভাবানুবাদ দেওয়া হয়েছে।

ত্রিপুরা কৃষ্টি ও সংস্কৃতি অনুরাগী বিদগ্ধ সুধী সমাজে বিশেষভাবে উপজাতি সংস্কৃতি প্রেমী ও বিকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট ও সচেষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থা সমুহের জিজ্ঞাসা পুরণে যদি এই গ্রন্থখানা সহায়ক হয় তবেই এই প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের সার্থকতা।

ত্রিপুরা উপজাতি গবেষণা আধিকারিকের কর্তৃপক্ষ বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত দেবপ্রিয় দেববর্মন, লিঙ্গুয়েষ্টিক অফিসার মহাশয়ের ঐকান্তিক উৎসাহ, অনুপ্রেরনা ও সহযোগিতার জন্যই প্রাচীন ত্রিপুরী লোক সঙ্গীত সংগ্রহ সংকলন ও সম্পাদনার কাজ যথাসময়ে শেষ করা সম্ভব হয়েছে। ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলের লোকশিল্পী যাঁরা এই কাজে আন্তরিকভাবে সহায়তা করেছেন এবং যাঁরা এই সংকলন কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছেন তাদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা।

গ্রন্থ পরিচিতি

উত্তর পূর্ব ভারতের অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকসংগীতের মতো ত্রিপুরার বৃহত্তম আদিবাসী ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের লোকসংগীত ও ভাব বৈচিত্রে সমৃদ্ধ। ককবরক ভাষার লিখিত রূপে উত্তরনের আগে অবধি কথ্য ভাষাকে পাথেয় করে ত্রিপুরী লোকসংগীত যুগ থেকে যুগান্তরে বাহিত হয়ে এসেছে তার স্বাভাবিক ভাবধারা ও স্বকীয়তাকে বজায় রেখে।

বর্তমান গ্রন্থে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেববর্মা মহাশয় ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আগ্রহের সংগে একশতটি প্রাচীন ত্রিপুরী লোকসংগীত সংগ্রহ, সংকলন, সম্পাদনা ও ভাবানুবাদের মতো কঠিন কার্য্য সমাপনে প্রয়াসী হয়েছেন. তাঁর এই লোক সংগীত সংকলন গ্রন্থে জুম চাষ ভিত্তিক জীবন ও জীবিকা বিষয়ক সংগীত থেকে শুরু করে প্রেম, বিরহ, ঋতুচক্র ও আত্মজিজ্ঞাসা প্রভৃতি সবকিছুই স্থান পেয়েছে।

বর্হি ত্রিপুরা ও ত্রিপুরী লোকসংগীতের সংগে স্বল্প পরিচিতি সমাজের সাথে পরিচয় সাধনে ও উপজাতি সংস্কৃতি প্রেমী ব্যক্তি বা সমাজের জিজ্ঞাসা পূরণে গবেষণা অধিকারের এই গ্রন্থ প্রকাশনার প্রচেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হতে পারে।

শৈলেশ রঞ্জন নন্দী
অধিকর্তা,
গবেষণা অধিকার,
ত্রিপুরা সরকার।

আগরতলা,

সঙ্গীত নং - (১)

কণ্ঠ শিল্পী - শ্রীমতী কৃষ্ণপতি দেববর্মা (সদর (উত্তর))
সংগ্রহ কাল - ২৬-৮-৭৬ ইং,
লোক সঙ্গীতের বিষয় - নিসর্গ নির্ভর। (ঋতু প্রশস্তি)

কথা ঃ

মাসিং সাল কীরা ভাদর অ'করা
ভাদর নি সিমি লেখাই থাংখালাই
মাসিং তাই বাসীক তংছি?
গারিং তখাকি কীলায় মা সময়-
হাপং সিংগ্রা ওংমানি সময়
খুপাং বগ্রা বার মানি সময় -
সিপিং বুবার বাই খুমজাবুবারনো
খলাই কাননানি সময় -
পাড়া সিক্রা তংথকমা সময় -
তাবুকানি সময় রকলে।

(**ভাবার্থ ঃ** ভাদ্রমাস প্রাকশীতকালীন সময়। ভাদ্র থেকে গুনে গেলে শীত আসতে আর বেশী দেরী কি? এসময়ে জুমের অব্যবহৃত টংঘরে ছত্রাক জমে- পুরাতন জুম নীরব নিছন্দ- কার্পাস, তুলার গাছ ফুলের সমারোহ। এখন তিলফুল খুজাফুল পরিধান করে পাড়ার যুবক যুবতীদের আনন্দের সময়।)

সঙ্গীত নং (২)

কণ্ঠ শিল্পী - শ্রীমতি কৃষ্ণপতি দেববর্মা (সদর (উত্তর))
সংগ্রহ কাল - ২৬-৮-৭৬ ইং
বিষয়বস্তু - ভাগ্য বিলাপ।

কথা ঃ

অ রাংচাক বা উতোর গালানি
তকসা ফাইমানী- তকসালে রাইবাই তাংবাই
এরাঁই চানাবো য়্যাকুং রাকয়্যাখো
সুগই চানাবো বুখুক রাকয়্যাখো
বিরই চানাবো কাংখং রাকয়্যাখো
অ অভাগী কাঁপাল রকলে।

বাবু থাঁইফুরী মায়নি বহক
মায় থাঁইফুরী আংলে থিচুমু
অভাগী কপাল রকলে।
চাঁরাই ফাংছিনি মা বাই মা তংয়া।

চাঁরাই ফাংচিনি ফা বাই মা তংয়া
মায় বাবুনি মহিমা ছিয়া
অভাগী কপাল রকলে
অ বিখাতা করম লেখা
তাম-ন খচা জাগখা।।

(**ভাবার্থ** ঃ- ওগো সোনা মানিক উত্তর দিক থেকে যে ছোট্ট পাখীটি এসেছে তার ছোট পাখা এবং পা খুবই দুর্বল। ঐগুলো দিয়ে এখনও খাবার সংগ্রহ করে খাওয়ার তার সামর্থ্য হয়নি। আমি হত ভাগিনী বাবা মারা যাবার সময় মায়ের পেটে আর মার মৃত্যু সময়ে আমি ছিলাম অসহায় কাঁথায় শোওয়া শিশু। শৈশবকাল থেকে মাতৃপিতৃর সংস্পর্স বিহীন তাঁদের মহিমা আমার জানা নেই- আমার কপালে কি লেখা বিধাতা লিখে দিয়েছেন - তিনিই জানেন।)

সঙ্গীত নং (৩)

কণ্ঠ শিল্পী - শ্রীমতি কৃষ্ণপতি দেববর্মা (সদর (উত্তর)
সংগ্রহ কাল - ২৬-০৮-৭৬ ইং
বিষয় - উপদেশমূলক ।

কথা ঃ

সাবুরুম বুরুম ওয়াতাই ওয়াখাই বা
তুকুয়াই তংলাইনাদে?
মায় বাবু বাই ওয়াজালাই খাইবা
মাই চায়াই তংলাং নাদে?
বাবু বুড়াছা তলিং গুদাই তাই
রিতীরাক চুমমা হানখা
মাইয় বীরাইচুগ আমিং গোজিতাই
থাপা সুকুমা হানখা।
মায় বাই বাবু চলিয়া খাইবা
তাইয়াই চাং তংলাই নাদে?
অ রাংচাক সংনো- খাপাং খা দুঃখু
নাং তামা মা-রি?
মায় বাবুনি বাক্য মাচানা
খাপাং খা দুঃখু বন তা রিদি।।

(**ভাবার্থ ঃ**- প্রতিদিন অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে বলে স্নান করবো না? মা বাবার সাথে যদি ঝগড়া হয় তাই বলে কি না খেয়ে উপোস থাকবো? বুড়ো বাবা বুড়ো চিলের মতো পাছড়া গায়ে ঝিমুচ্ছেন। বুড়ী মা বয়স্কা বিড়ালীর মতো চুলার ধারে ঝিমুচ্ছেন। মা বাবা অচল হয়ে গেলে তাঁদের কি পালন পোষন না করে পারবো? ওগো সোনা তুমি কেন তাঁদের মনে ব্যাথা দাও? তাঁদের অভিশাপ খেতে হবে - তাঁদের মনে দুঃখ দিও না।)

সঙ্গীত নং (৪)

কণ্ঠশিল্পী - শ্রীমতী সুখিনী দেববর্মা
গ্রাম - (সদর (উত্তর))
সংগ্রহ কাল - ১৯৭৫ ইং,
বিষয়বস্তু - জুম ভিত্তিক।

কথা ঃ

মাঘনি পন্দর ফাগুন দাগরিঅ-
তছকুমা বা পুংগ।
ফাল্গুন পন্দর- চৈতার দাগ রিঅ।
মাঝি বিলাত বুবার সারিঅ।
বলং খুমমাকে বাখারায় রিঅ।
চৈতর থাংখালাই বৈশাখ ফাইয়ানো
বৈশাখ মাই কাইলাই নানী
সেনা কাচারবাই বুইস কাচারঅ
মাইবা চাং বারকনানি।
হারাং হা কাচাং গুরিয়া কাইদি
ববো চারাইনি চামুং।
পূব চালিয়া হালাব হিনকাইবা
মামি ওয়াতলক কাইদি।
মায়নি সাগনি মাইমুং মাইচালাই
গারু সুকিয়া মাই বাছা নায়া
কাইদে হামনো হাময়া
তকমা খাকালাপ হাপুং সিরুরুক
আংবা গারিংবাই বনো।
নাংবা বারাইবা মাই কাইনা খাইদি
লামা গান্দাঅ গুনথু পিনদি
গুনথু পিনমানি জরা জরাঅ
সতর বঙ্গ পিনদি।

(**ভাবার্থ ঃ-** মাঘের এক পক্ষ শেষ - ফাগুন এসে গেলো বলে। তছকুমা (বসন্তের পাখী ও ডাকে। আবার ফাল্গুনের এক পক্ষ শেষেই চৈত্রের আভাস। মাধবীলতা ঝরে শেষ; খুমমাকে ফুল গাছে কুঁড়ি দেখা দেয়। এই সময়ে গড়িয়া দেবতা আসেন চৈত্র শেষে - বৈশাখ মাস- তখন জুমে ধান বোনার সময়। মহাবিষু সংক্রান্তি এবং ছেনা অর্থাৎ গড়িয়া পূজোর শেষ দিনের মাঝামাঝি সময়ে জুমে ধান বোনা শুরু করব। নীচু জমিতে বিরণ পূর্ব দিকের ঢালু জমিতে মামি ধান বোনা ভাল। মা বাবাদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া গারুসুকিরয়া ধানের বীজ বোনা ঠিক হবে কিনা কেননা এই ধানের চারা কম দেয় এবং ফলন ও কম। মোরগের বুকের মতো টিলাতে আমি টংঘরের জায়গা ঠিক করবো। তুমি মহিলা- তাই ধান বু্নতে থাকো জুমের রাস্তার পাশে পাশে গুনথু ও স্বরবঙ্গ ফুলের বীজ বপন করো।)

সঙ্গীত নং (৫)

কণ্ঠ শিল্পী - শ্রী কৃষ্ণ কুমার দেববর্মা
গ্রাম (মোহরছড়া, খোয়াই)
সংগ্রহকাল - ১৯৭৭ ইং
বিষয় - জুমচাষ।

কথা ঃ

আগুন হুক নাইয়া হা কাহাম মানইয়া -
আগুন হুকনাইনা নাংনাই।
পৌষ হুক হুকয়া ওয়াথিপাং থাইয়া
পৌষ হুক হকনা নাংনাই।
চৈতর হুক ছকয়া ওয়ারেংছা খাময়া
চৈতর হুক ছকনা নাংনাই।
বৈশাখ মাই কাইয়া মাই বাহান খায়া
বৈশাখ মাই কাইনা নাংনাই।।

(**ভাবার্থ ঃ**- অগ্রহায়ন মাসে জুমের জায়গা খোঁজ না করলে ভাল জুম চাষের জায়গা পাওয়া যায়না। আবার পৌষ মাসে জুম না কাটলে পর জুমের কাটা কাঠ বাঁশ সম্পূর্ণ শুকোয়না। চৈত্র মাসে জুম পোড়া না দিলে আর্জনা পরিস্কারভাবে পুড়েনা - তেমনি বৈশাখ মাসে ধান না বুনলে ধানের ফলন ভালো হয়না। সুতরাং সব কিছুই সময়মতো করা আবশ্যক।)

সঙ্গীত নং (৬)

শিল্পী - শ্রীমতী বিশালাক্ষী দেববর্মা (সদর উত্তর)
সংগ্রহ কাল - জুন ১৯৭৬ ইং,
বিষয় - প্রেম।

কথা ঃ

হাবাই দুরুপা জরমি ফুরু
আদি সাক বকসা নৌংবাই।
হাচিং মাইরীবাম হুগই থাংফুরু
আদি সাক বাকসা নৌংবাই।
সরক পাকৌইন মাইতৌক সৌনামই
মালা বখংন মাইতৌকসৌনামই
আগি চেরাই অ- চৌং থাংলাই ফাইখা
মানি খলংগ' তংতে তংতেরই
তাবুক সিক্লা সকখা
নৌংবো সিক্লা অংবো সিক্লা
তাংগৌই চানানি নাংখা।

(**ভাবার্থ ঃ** সেই সৃষ্টির আদিকাল থেকে যখন মাটি ও দুর্বাঘাসের প্রথম জন্ম- তখন থেকেই তোমার

সাথে আমরা অন্তরঙ্গতা। ছোট বেলায় সরার টুকরো ও নারিকেলের খোলেকে হাড়ি কড়াই করে আমরা রান্নাবান্নার খেলা খেলেছি। মায়ের কোলে থেকে থেকে এখন আমরা বড় হয়ে যৌবনে পা দিয়েছি- এখন তোমাতে আমাতে মিলিত জীবন সংগ্রাম শুরু করার সময় এসেছে।)

সঙ্গীত (৭)

শিল্পী - শ্রীমতি বিশ্বালাক্ষী দেববর্মা (সদর উত্তর)
সংগ্রহ কাল - জুন, ১৯৭৬ ইং,
বিষয়বস্তু - জুমচাষ।

কথা ঃ

মায়নি সাগনি মামি মাই কীরা
থুতরো কাইয়ই রা-ব রাবাইয়া
থুবো থুমবাইয়া মাইতাং চপ্র বাইখা।
বলং আকীতা হুচং গুরিঅ-
রীগনানি - সময় মানয়া।
হাবা থাইচুমু কুমুন নুগীইবো
খাগনানি জরা মানয়া।

আংলে চীলাবা য়্যাগবেরাই বরক
লগি রিসুগীই মানয়া।
কলিনি বুমা মুলা ওংনাফুন
সাল কাঠাচা খায়ই।
দয়ানি বুমা মুলা ওংনাফুল
সাল খকব্রুই খায়ই।

(**ভাবার্থ ঃ** মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া মামি ধান ও থুতরো ধান এখন কেটে শেষ করা যাচ্ছে না। ধানের শিষগুলি ঝলে যাচ্ছে। টিয়াপাখী ধানের লোভে জুমের কিনারায় ঘুরছে। তাড়ানোর সময় পাচ্ছি না। জুমের পাকা চিনারাফল দেখেও পারার সময় নেই। আমি পুরুষ মানুষ বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয় তাই তোমাকে কাজে সঙ্গে দিতে পারি না। কলির মা ও দয়ার মা দিন মজুরী খাটতে রাজী আছে শুনেছি - তাদের কে সঙ্গে নাও।)

সঙ্গীত নং (৮)

কণ্ঠ শিল্পী - শ্রী শম্ভু দেববর্মা (সদর উত্তর)
সংগ্রহ কাল - অক্টোবর - ১৯৭৭ ইং
বিষয় - অতীত স্মৃতি।

আগি বাবু সং তাংগাই চা ফুরু
কাইসা- তাংমানি কৌনায় চাবাইয়া।
অ-তাখুকরগ- খাপাং ভাবিঅই নাইলে।
বেরেমা কেপেক সের' গানাকনাই
তৌমা চাং চায়া তংখা।
নাইথক হিমমাবাই তংথক হিমানি।
তৌমা চাং তংয়া তংখা।
অ- তাখুগ রগ- তাবুকনি সময় -
তৌমা সময়বো - খাপাং ভাবিঅই নাইলে।

(**ভাবার্থ ঃ** আগের যুগে মা বাবা পিতৃপুরুষদের সময়ে একজনের পরিশ্রমের ফসল দুজনে ভোগ করেও শেষ করা যেত না। সিদল প্রতি সের আট আনা দামে খেয়েছি ভাল মন্দ খাওয়া সুখে থাকা সবই আমরা ভোগ করেছিলাম - এখন কি দিন আসছে - একবার ভেবে দেখতো।)

সঙ্গীত নং (৯)

কণ্ঠ শিল্পী - শ্রীমতী ঝর্ণা দেববর্মা
গ্রাম - জিরানিয়া
সংগ্রহকাল - মার্চ, ১৯৭৮ ইং
বিষয় - উপদেশ।

কথা ঃ

মাসিং চাকৌরা ভাদর অকরা
ভাদর নি ছিমি লেখাই থাংখাইলে
মাছিং তাই বৌসৌক তংছি।
ভাদর মাসনি সাতুং হকিতৌই
কৌনৌইলে খা বাকসা চৌং কৌনী ইওংগাই
সাগনি কলমতৌই হাঅ খিক্লাই
তাংগাইলে নারৌক না নাংনু।
অরাংচাকবা- তাং বিলি জরা তাংরৌকয়া খাইলে
নুখুং বাহাইকেই চানাই।
বিছি তৌং কলক চাঅই তাংনানি
খাপাং নৌং ওয়ানসুক নাইদি

(**ভাবার্থ ঃ** ভাদ্র মাস হলো প্রাক্‌শীতকালীন মরশুম। ভাদ্রমাসের পর শীত আসতে আর

বেশী দেরী নেই। ভাদ্র মাসের রোদ্রে তাপ যেন আগুনের কণা। এই কড়া রৌদ্রে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমাদের উবয়কেই পরিশ্রম করতে হবে। পরিশ্রম করে গৃহস্থীর কাজকর্ম শেষ করতে হবে। চাষবাসের কাজের সময়- চাষ বাস না করলে সারা বছর এতো দীর্ঘ সময় কী করে খাব। হে প্রিয় তুমি একটু ভেবে দেখেছ কি?)

সঙ্গীত নং (১০)

কন্ঠ শিল্পী - শ্রীমতি কৃষ্ণপতি দেববর্মা (সদর (উত্তর)
সংগ্রহ কাল জুন, ১৯৭৭ ইং
বিষয় - জীবন ও জীবিকা বিষয়ক।

কথা ঃ

তকসা পুংমানি রাংগিনি গিনি
মায় বাবুনি বিতি।
তাংগাই চানানি যব্বই সাগ দুঃখু বাংগ।
হাপুং সিরীরীক তকমা খাকীলাপ রকবাই
য়্যাগনি দামরা তকচিং খরবাই
খরগলে পাকড়ী চাংগ পুদিরি
তাংগাই মা তংলাই নাইখা।
মায় বাবুনি তাংমুংনিবিতি
তাংগুই চানানি যব্বই সাগদুঃখু বাংগু।
মায় তালিকা দাসানি খন্তাই
চাংলে তাংগাই ন চাথাই।
বুফাং সাকলম হাবা লের না খাই
সামুং তাংফুরু লেসে লেংয়ানা
লেলেনা ফুরু লেংগ।
তকসা পুংমাব রাংগিনি গিনি
মায়ুং তালিকা দাসানি খন্তাই
অ খোলাসা মায়া রগনো।

(**ভাবার্থ** ঃ বুনো পাখীর ডাকের মধ্যে যেন ছন্দপতনের সুর। জুমচাষ করে জীবিকা নির্ভর করা পরিশ্রম সাধ্য কাজ। জুমের সারি সারি পাখীর বুক সদৃশ্য টীলা জমিগুলো জুম চাষের পক্ষে উত্তম। জুম চাষ করতে করতে যখন গাছের সুশীতল ছায়ায় বিশ্রাম নিই তখনই সারা রাজ্যের ক্লান্তি আসে। কিন্তু যখন কাজে মেতে থাকি তখন ক্লান্তি বোঝা যায় না। হাতীর কপালের মাহুতের ছোট্টদায়ের মৃদু আঘাতের মতো কর্মজীবন আমাদের অহরহ আঘাত দিচ্ছে।)

সঙ্গীত নং (১১)

কণ্ঠশিল্পী - শ্রীমতি ঝর্ণা দেববর্মা
গ্রাম - জিরানিয়া, সদর উত্তর
সংগ্রহ কাল- মার্চ, ১৯৭৮ ইং
বিষয় - জুমচাষ।

কথা ঃ

হারুং হা কৌচাং বাদিয়া মাইতাং
কৌনৌই রাওইছে রা মৌচাংমানি
ছাইচুং রাওইদে মৌচাং
অ রাংচাক ঃ মাইতাংলে দোলিওই মুনুই তংবাইখা
আক্তা তকছি চাওই পাইনাইখা
মাইতাং বাইখৌলৌই জরি ওংবাইখা
রাওই মা তিছা নাইখা।
কলসা রাংচাক মানমানি জরা
থমুই নারীগয়া খাইলে
বাহাই খাই চাওই দিন কাটি নানি
খাপাং ন ওয়ান সুগুই নাইদি।
অ রাংচাক ঃ লোক হুয়াগা হিমাং হিমাং
গিস্তি কৌমা নাইখা।
মায়াম কেংগাইরি মাই তিছানাই
গৃস্থি তাংনা নাংনাই।

(**ভাবার্থ ঃ** জুমে চাষ করে বাদিয়া ধান একা একা কেটে শোভা পায় না। জুমের ধান কাটার সঙ্গী থাকলে ভালো হয়। জুমের পাকাধানের শিষ দোলে খেলে রয়েছে। টিয়া পাখী, তক্‌সি পাখী পাকা ধান খেয়ে নিচ্ছে। সত্বর ধান কাটা শেষ করে ফেলতে হবে। এই ধান কাটার মরশুমে ধান সংগ্রহ করে না রাখলে সারা বৎসর কি খাব ? গৃহের কাজ কর্ম না দেখে ঘোরাফেরা করতে করতে সংসার ধ্বংসের দিকে চলে যাচ্ছে। যদি গোলা ভরা ধান রাখতে হয়- তবে সংসারের কাজ অতি অবশ্যই করতে হবে।)

সঙ্গীত নং (১২)

কণ্ঠ শিল্পী - শ্রীমতি সুখিনী দেববর্মা
গ্রাম - সদর উত্তর
সংগ্রহ কাল - মে, ১৯৭৬ ইং
বিষয়বস্তু - জুম ফসলের বর্ণনা।

কথা ঃ

রাংচাক বা তাবুকনি সময় রগ'
বৈশাখ মাই কাইখা জ্যৈষ্ঠ হুগ তাংখা।
মাই সকাং পাইখা পাকলা তাংখা
হারুং মগদাম বুবার বারবাইখা
বারি খাকুলু বসলক ওংখা
দখিন গালানি হাপলক সাকা
'বা-লা' চাং কা-লাই তিরই
লাংগা সাকাইতাম (মিনি) চাংহরলাই তিরই
হাতাল কাতালনি মুইমুং কাতালন'
মায় বাই বাবু কাথাং তংখাইবা
তুনুই চালাইনা সময় -
তাবুকানি সময় রগো।

(**ভাবার্থ ঃ** ওগো সোনামনি, এখনকার সময়ে - বৈশাখে ধান বোনা আর জ্যৈষ্ঠ মাসে জুম নিড়নি শেষ। টিলার ঢালু জুমে ভুট্টা গাছে ফুল দেখা দিয়েছে। গৃহস্থের আঙিনায় চাল কুমড়ো আর জুমে চিনারা ফল বেশ হয়েছে। এই সময়ে জুমের দখিন টিলার ঢিবিতে- 'বালা' পূজা করা সময়। বালা পূজা দিয়ে নতুন জুমের নতুন ফল মূলে শ্বশুর শাশুরী (জীবিত যদি থাকেন) কে উপহার হিসেবে পাঠানোর সময়। এই সময় সত্যিই আনন্দের।)

সঙ্গীত নং (১৩)

কণ্ঠশিল্পী - শ্রীমতি সুখিনী দেববর্মা (সদর উত্তর)
সংগ্রহকাল - মার্চ ১৯৭৬ ইং
বিষয় - বিরহ।

কথা ঃ

তরকাংমা খাইবা হুচুং গুরিঅ-
মাই তাং বাংখার না বাগাঁই
মায় হিনকাইবা ওয়াথপ সহর।
আকাঁতা রাগনা বাগাঁই।
তপছি হিনকাইবা গারিং গুরিঅ
বজরা চানা বাগাঁই।
বাবু হিনকাইবা গারিং গেরেবো
তকছি রাগনা বাগাঁই।
নন খিবি অই হুগ থাংজাগাঁই
হুচং গুরিআই মুয়া ফাইফুরু
মুকতাঁই সে কাঁলাই ছিঅ।
মাইসিং ছিয়ারী, ওয়ারবক পানতাঁই
আষাঢ় মাসনি ওয়াতাঁই নো সলই
আনি মকলনি মুকতাঁই।

(**ভাবার্থ ঃ** তরকাংমা পাখী জুমের প্রান্ত সীমায় ঘুরছে ধানের শিষ কেটে নেওয়ার জন্যে। মা ওয়াথপ ধরে টান দিচ্ছেন টিয়াপাখীর ঝাঁককে তাড়ানোর জন্যে। তনছিপাখী টং ঘরের চতুর্দিকে ঘুরছে - বাজরা খাওয়ার লোভে। আর বাবা টংঘরে কাঠি দিয়ে আওয়াজ করছেন তকসিকে তাড়ানোর চেষ্টায়। তোমাকে ফেলে জুমে এসেছি জুমের পাশের বনে বাঁশের করুল সংগ্রহ করার সময় তোমার বিরহে আমার চোখের জল আষাঢ় মাসের বৃষ্টি ঝরার মতোই ঝরছে।)

সঙ্গীত নং (১৪)

কণ্ঠশিল্পী - শ্রীমতি সুখিনী দেববর্মা
গ্রাম - (সদর উত্তর)
সংগ্রহকাল - জানুয়ারি, ১৯৭৬ ইং
বিষয়বস্তু - গার্হস্থ্য জীবন।

কথা ঃ

অ রাংচাক্,
আইচুক বাচাদি গাতি অ থাংদি
গাতি তাঁই কাঁথার কিচা তুবুওই
নকফাং নকসীকাং সাতারাই সকদি
লক্ষ্মী খা কাঁচাং নানি।
মাইতাঁক তুখু বাই বকদি-
মস' করোয়া মসদেং দেংদি-
আক্রান য়্যাফা খরপছা বাঁতাঁই
লুসা-ই চাঁং চালাইনানী।
বছর গুরিওই ওয়াতাঁই ফাইনানী
খুপাং ওংগাঁইবো বেদেক নানানি
মাইফাং ওর গাঁইবা মাই কাওয়ানানি
থানছা খা নাংগাঁই মা তাংলাইফুরু
বাথেরেং বারলাইনানী।
মানি খেরপাং তাংগাঁই চানানি
দুঃখু তা সেলে যাদি
অ রাংচাক- কিতিং যাঁকয়াঁই।

(**ভাবার্থ ঃ** হে সোনামনি, খুব ভোরে শয্যাত্যাগ করো, আরঘাটে গিয়ে জল ভরে এনো। সেই জল ঘরের অঙ্গনে ছিটিয়ে ঘর দোরে ধূপ জ্বালাও যাতে মা লক্ষ্মীর কৃপা বর্ষিত হয়। ছোট্ট হাড়িতে ভাত রান্না বসাও আর মরিচ ভর্তা ও দুফালা সুটকি দিয়ে জোল রান্না কর।
ঋতুচক্রের আবর্তনে বৃষ্টি হবে সেই বৃষ্টির ফলে কার্পাস গাছ শাখা প্রশাখা এবং ধান গাছের গোছা বৃদ্ধি পাবে। একসাথে এক যোগে সংসারের কাজ করব আর আনন্দে নাচগান করব। সেই জন্যে গৃহস্থের পরিশ্রম সাধ্য কাজে আলস্য করো না। সোনামনি।)

সঙ্গীত নং (১৫)

কণ্ঠ শিল্পী - শ্রীমতি শিখিরায় দেববর্মা
গ্রাম - (সদর উত্তর)
সংগ্রহকাল - জুলাই, ১৯৭৭ ইং
বিষয়বস্তু - জুমচাষ।

কথা ঃ

উত্তর দুয়ারা নাকু নাইরাবা
হাবা থানাইছে হাবা সিচিলা
নগঅ তংনাইব যব্বই পাইলাইয়া।
হাওন ভাদর নি জরা।
তকথু গুরজুং বা মাইতাংন লুব
তরকাংমা খাইবা মাইতাংন থুম
হাবা মাইকতক চবাই পাইখাইলে
তকথুন- য়্যাগুল নানু।
বলং তবছি- মাইতাংনি ছিমি
থুম আকীতা মাইকুমুন ছিমি
মাই য়্যারাম ফুরু বুরুবুই চাঅ
সিপিংন- নাইসিং ফিরু।
বলং ফুদুদু তকথু কৌলাইঅ
তবছিনি সাইলে সিল নি সাইলে
তকথুন জুলি কুগ।
নগর বারিয়া যৌকন'
মাইসিং ছিয়ারী কৌলাইসাই ফাইকাই
হাবা সাক সেলে নাইখা।
তকফুওয়াল ছা-ব' থানতি চকসাঅ
মাসিং ছিয়ারী কৌলাই সাই ফাইকাই
সাক সেলে অংখর মান।
লক্ষ্মী ভানডারী জৌকন'
খুম কানয়াই মতং জৌকন।।

(**ভাবার্থ ঃ** প্রিয় আমার - এখন শ্রাবণ ভাদ্র মাসের ধান কাটার মরশুম। যে জুমে কাজ করে তার ও ফুরসৎ নাই। তেমনি যে ঘরে সংসার আগলায়- তারও সময় নাই। ঘুঘু পাখী, তরকাংমা পাখীগুলো পাকা ধান খেয়ে নিচ্ছে। ঘুঘু গুলোই বেশী অত্যাচারী। ঐগুলো ধান বোনার সময়ই খুটে খায়- আবার পাকার সময়ও জ্বালাতন করে।
হে সোনামনি সময় চলে যাচ্ছে। ভাদ্রমাস শেষ হয়ে আসলে শীতের আমেজ পড়বে। জুমে কাজ করতে আলস্য আসতে পারে। তাই-চলো তাড়াতাড়ি ধান কাটার কাজ শেষ করে ফেলি।)

সঙ্গীত নং (১৬)

কণ্ঠ শিল্পী- শ্রী কৌলাই দেববর্মা
গ্রাম - (সোনারাথঠাকুর পাড়া রতনপুর গাবর্দ্দি)
সংগ্রহ কাল - জুন, ১৯৭৭ ইং
বিষয়বস্তু - সংসার ধর্ম পালনের পরামর্শ।

কথা ঃ

মায়নি খেরপাং তাংগাই চামানি
আমসাক কাহাম কৌরাই।
লেখানি সাইয়া পড়ানি সাইয়া -
তাংয়াইবো মাচা জায়া।
বাড়ি খুমতক্য়া আইচুক কিয়কতাই
হাতাল কিয়গাই ফাইকা।
য়্যাকনি হমাচাং থাইয়াছানিনো
পানথর পার ওংমা হাম্বো।
মায় বাবু সং কাথাং তংসাকনো
নুখুং য়্যাক রমমা হামবু।
হরি বেরাংজ বথপ নাই নাখাই
দুগল সাতরাই ফাংগ।
চিনি তাংবিতি করঅ ফুরুখাই
সাংগই চাং মানো খুকয়া সারায়া
মায় বাবুনি সাগঅ।
মায় লক্ষ্মীতাই সামানি ককনো
বাবু মাতাইতাই ফারাংমা ককনো
তাইসা চেরেসা মুইতু
ডংগর বখরক খুমতু
মায় লক্ষ্মীতাই সামানি ককনো
খাপাং নারাকথাই মুইতু।

(**ভাবার্থ ঃ** কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ সব চাইতে ভালো। লেখাপড়া জানা লোকের মতো শারীরিক পরিশ্রম না করে তো আর খাদ্য পাওয়া যাবেনা। বাড়ীর আঙ্গিনায় খুমতকয়া ফুল ফোটার মতো- নতুন জুম ফোটে উঠেছে। হাতের প্রজ্বলিত মশাল না নেভার আগেই পথ চলা শেষ করতে হবে। তেমনি বাবা মা জীবিত থাকতে থাকতেই সংসারের ভার নেওয়া ভাল। হরি বেরাংজ- পাখীর বাসা খুঁজতে গেলে দুগল সাতরাই- গাছেই খুঁজতে হয়। আর সাংসারিক কাজ কর্মের পরামর্শের জন্য বা কাজের ভুল ত্রুটি সংশোধনের জন্য মা বাবার কাছেই যাওয়াউচিত। আর মা বাবা গুরুজনদের উপদেশ নির্দ্দেশ আমাদের সব সময় মেনে চলাই উচিত।)

সঙ্গীত নং (১৭)

কণ্ঠ শিল্পী - শ্রীমতি ঝুণু দেববর্মা
গ্রাম - (গাবর্দ্দি সদর দক্ষিণ)
সংগ্রহকাল - আগস্ট, ১৯৭৬ ইং
বিষয়বস্তু - সদুপদেশ।

কথা ঃ

সালতাই করমই তালতাই ফুকুঅই
দশমাস দশদণ্ড বহগো তাইঅই
মায় বাখীনা চাংন।
কাঁরানঅ মুথুই কিসিঅ থুঅই
মায়অ সং পুষিওই তুবুখীনা।
খাজানি বাথাই কুসুব চারিঅই
মায় সং পুষিওই তুবু খানা।
সাল সালে গংতাই কাঁলাই লুমখীনা
থাই জানা কিরি খীনা।
গাংগ্রা পুইথা তাহানি দংরি-
বাথাই চানানি- বাগাই।
বারাই সাক কুফুর তাহানি পুষি
দুঃখু সাক য়গ্না বাগাই।
মায় বারাইচাক আমিং সাকদুক্তাই
গোজি সে খারাক খারাক
বাবু বুড়াছা সিকুরুগ তাই
রিতারাক্ চুমরাগ চুমরাগ -
বনদে পুষিয়াই হামন।
বলং তকুলা বলংগ তেনতাই
মায় নুখুংগো তেনতাই।
ওয়াথাই ওয়ারাজা গুরিয়া বেজা
বাবু নুখুংনি রাজা
মায় বারাইচাক তেনতাই মানিন'
বন' জুলিঅই হাময়া
মাইঅ বারাইচাক থাইমা য়্যাগুলঅ
অগঅ মাই কাঁরাই ওংজাক না কিরিই
বুইন নুগতাই বুইন সিতাই
আখাই ওংজাক না কিরিই মায় বা তেন তাই লাংগু
আব-বনো জুলিনা কক্য়া।

(**ভাবার্থ ঃ** বিকাল বেলায় সূর্যের তেজ কমার মতো কিংবা চাঁদের ফ্যাকাসে আলোর মতো

দশ মাস দশ দিন পেটে ধরে মা আমাদের জন্ম দিয়েছেন। নিজে ভিজে বিছানায় শুয়ে আমাদের শুকনো বিছানায় ঘুম পাড়িয়েছেন। বুকের দুধ খাইয়ে আমাদের বাঁচিয়ে তুলেছেন। অসুখ বিসুখের সময় আমাদের জন্য যার পর নাই চিন্তাগ্রস্ত হয়েছেন। লতানো করলা গাছকে যত্ন করে তার ফল খাওয়ার আশায়। তেমনি ছেলেমেয়েদের মা বাবা যত্ন নেন মানুষ করে তাদের দুঃখ লাঘবের আশায়। মা বয়সের ভারে বৃদ্ধা বিড়ালীর দৈহিক গঠনের মতো কুকড়ে যাচ্ছেন। বৃদ্ধ পিতা শকুনের মতো ধীরে ধীরে থবু হয়েছেন বনের তকুলা পাকী বনেই ডাকে। আর মা ঘরে বসে বকাবকি করেন। বাবা সংসারের রাজা- বাবা বা মার মৃদু ভৎর্সনাকে মনে নেওয়া ঠিক হবেনা।)

সঙ্গীত নং (১৮)

কণ্ঠশিল্পী - শ্রীমতি ঝুণু দেববর্মা
গ্রাম - (গাবর্দ্দি, সদর দক্ষিণ)
সংগ্রহকাল - ৯-৭৭ ইং
বিষয়বস্তু - জুমকেন্দ্রিক প্রেম ।

কথা ঃ

মামি-ওয়াতলক বাবু হামজাক্মা মাইমুং
মাইচিকন খাইবা মাইকতয়-য়্যাদে
মায়' হামজাকমা মাইমুং।
মায়' হামজাকমা মাইমুং কাই খাবা
মায় দাগিখা বাবুখাই তাংখা
গারিং খাকব্রুই খায়ই।
বাবু দাগিখা মায় খাই কাইখা
গারিং মৌচাংনা বাগাই।
ঝিংগা মামলা রকনো
বুবার বো কানখা- বাথাইব চাখা
বাদর মাইকতর রাসাই পাইখাইলে
হুগ' সাকপাইমা তুক্ নাই।
হুগ' ফাইজাকয়া লেরই তংখাইলে।
কুয়াং করম' হুগ হাবচকনাই
খুতাই করম' বাইনাই।
মসাই চাখালা হুগ ছাবসেরুকনাই
সবাইখাই চাবাই নাইতা।
গংগাবাই তাইছা তাই রান্ছি রান্ছি
অসা মুই ভোজন মেরাবাই খারচি
সালসা দিবছা মালাইয়া বাইবা
তামা খাপাংগো রিসি।
য়্যাগনি য়্যাসিতাম য়্যাসিন' কায়া

থাইবো আং নন' কাগয়া
নাংলে থাংগানু রাজানি সেবুক
আংবা থাংগানু রাজানি দাইজাক
নিনি কতকনি থাইকালাইথানি
আনি বো কালাইনানি।
ননো নাইসিগাই তংনা হিমমানি
মকল ফিলিক না নাংগু।
সাগ বাই সাক নাংগাই থুনা হিনমনানি
দগা কেবেংগাই তংগু।
কেবেং মাংকেরেং বকজাকয়া সালে
বুওয়া খুর সবুই রিজাকয়া সালে
বাতা সবংনো কবংয়া সালে
মায়া কাগালাক নন'।।

(**ভাবার্থ ঃ** মামি ওয়াতলক ধান বাবার পছন্দ, আর মাইচিকন ধান মায়ের পছন্দ, মায়ের অনুরোধে সুন্দর টংঘর বাবা গড়েছেন। আবার বাবার অনুরোধে টংঘরের চতুর্দিকে শাক সব্জীর বীজ বুনছেন মা। ঝিঙ্গা-ফুল তুলে পরব আর ফল তরকারী খাবো। ভাদ্র মাসে ধান কাটার পর জুমে আসতে বিলম্ব হবে। সেই সময়ে জুমে কুয়াংকরম" পড়বে আর কার্পাস ফলে হলদে দাগ ধরবে। তরুনী হরিনী প্রবেশ করে সবাই গাছ খেয়ে ফেলবে। তোমার সাথে এক আধদিন মাত্র দেখা হয়নি। সেইজন্যেই কি অভিমান করতে হয়? আংটি যেমন আঙ্গুলে লেগে থাকে- আমিও মৃত্যু হলেও তোমার সঙ্গে থাকব। তুমি রাজার সেবক হয়ে যাও, আমিও রাণীর সেবিকার কাজ নেবো, তোমার দেহের রক্ত যেখানে ঝরবে আমারও সেখানেই ঝরবে। তোমাকে চোখের পলক না ফেলে চেয়ে থাকার ইচ্ছে হয়। তোমার সাথে এক সাথে শয়নে কাপড়ের সিলি মাঝখানে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় মৃত্যুর পর শবদাহের সময় পর্য্যন্ত আমি তোমার পাশেই থাকবো।)

সঙ্গীত নং (১৯)

কণ্ঠশিল্পী - শ্রীমতি রাজলক্ষ্মী দেববর্মা
গ্রাম - (সদর উত্তর)
সংগ্রহকাল - ১৯৭৭, আগস্ট
বিষয়বস্তু - প্রেম।

কথা ঃ

জৈষ্ঠ্য মাসনি মুয়া হাকৌতৌই
মায়' খউল লুবমো খৌতৌই।
অ-যাদু ঃ বাবুলে রাই সৌইম' রাইতৌই
তক্মা কসমনি তকতৌই
অ- যাদু ঃ নখালে কসমানি ওয়াতৌই
মায় বাবুবাই মা তংখা হিনকাই
বই খন্ত পুরি তংতৌই।
অ- যাদু ঃ মায় বাবু বাই তংমা য়্যাকারই
প্রাণ যাদুবাই মা তংখা হিনকাই
আগিনি দিনঅ তৌইবাই আ তংতৌই
অ- যাদু ঃ তাবুকলে যানবাই তংতৌই।

(**ভাবার্থ ঃ** মা বাবার সাথে পরিবারে পরিজনদের সাথে বাস করলে বৈকুণ্ঠ পুরীতে বসবাসের সুখ পাওয়া যায়। আবার মা বাবার স্নেহ সান্নিধ্যে থাকার পর- যদি দায়িতার সাথে থাকতে পারি তবে সেটা হয় যেন জলের সাথে মাছের মতো অবিচ্ছেদ্য।)

সঙ্গীত নং (২০)

কণ্ঠশিল্পী - শ্রীমতি বীর ক্ষেত্র দেববর্মা
গ্রাম - (রামনগর, সদর দক্ষিণ)
সংগ্রহ কাল- নভেম্বর, ১৯৭৭ ইং
বিষয়বস্তু - প্রেম।

কথা ঃ

আশিন মাসনি সাল জরা জরা
তলিং চিরিক মা জরা
কাতিক মাসনি হারোয়া চারা
মায় ককরিমা জরা।
রাজা নক সীকাং ধরম ঘড়ি
রহদি কক গড়ি গড়ি।
মায়- সয়াইবা বাবুদা সয়ন
বাবু বা কাইঠর য়াদা।
বাবু সইয়াইবা মায়দে সয়ন।
মায় বা লারিমা য়্যাদা

(**ভাবার্থ ঃ** আশ্বিন মাসের যে সময় সেই সময়ে বিয়ের কথাবার্তা চালাচালি করার সময়। কার্তিকমাসে বিয়ের কথাবার্তা পাকাপাকি করা সময়। পাকা কথা বিয়ের বিষয়ে তাড়াতাড়ি পাঠাও। মা যদি রাজী না হন, বাবা রাজী হবেন। কারণ বাবা ঈশ্বরের প্রতিভূ। বাবা যদি রাজী না হন- তবে মা রাজী হতে পারেন- কারণ মা প্রজাপতির প্রতিভূ।)

সঙ্গীত নং (২১)

কণ্ঠশিল্পী - শ্রীমতি বীরক্ষেত্রি দেববর্মা
গ্রাম - (সদর দক্ষিণ, রামনগর)
সংগ্রহকাল - ডিসেম্বর, ১৯৭৭ ইং
বিষয়বস্তু - ব্যাঙ্গাত্মক।

কথা ঃ

মুইয়া-বাংদরং বিরছাই থাংবাইখা
তকছা তীমান চান?
হাপিং মুইমাসিং সিল' চাবাইখা
খালি তীমান' কাইন'।
হাপিং খুমচাকসা চামীর' মারা-
মীসীই চা-নদে নাসিং?
বুমা নুখুংনি বীসাজীলারক
বীরীই রানদি দে নাইসিং?
নিনি সাক্‌বাকছা নকনাই থাংবাইখা
খাপিং ভাবিওই নাইলে।

(**ভাবার্থ ঃ** বাঁশের করুলের বাদ্রং গুলোর পাখা গজিয়ে উঠে গেছে। ছোটপাখী- তুমি কিসের অপেক্ষা করছে? (অর্থাৎ পোকা খাবার জন্যে অপেক্ষা ব্যর্থ মতি) পুরানো জুমখেতের অড়হর বীচিগুলো সিল পাখী খেয়ে নিয়েছে। আগামী জুমের ফসলের জন্য বীজ রইলনা। পুরানো জুমের খুমচাক ফুল-কার অপেক্ষায় হরিণের জন্য কি? পিতৃহীন-মায়ের সংসারের পুত্র সন্তানরা বিয়ের জন্য কার অপেক্ষা করছ- বিধবাদের কি? তোমার সম সাময়িক অর্থাৎ সমবয়সীদের সব বিয়ে হয়ে গেলো- তুমি কার অপেক্ষা করছ- একবার ভেবে-দেখতো।)

সঙ্গীত নং (২২)

কণ্ঠশিল্পী- শ্রীমতি রাজলক্ষ্মী দেববর্মা
গ্রাম - সদর উত্তর
সংগ্রহকাল - অক্টোবর, ১৯৭৭ ইং
বিয়বস্তু - অভিলাস।

কথা ঃ

মীসীই রাংচাকনি বুকুর মানয়াসা
তাকীলাই সবাম খায়া।
বামন ছকমাংতাই লেংদারাই দেরাই- সাকতাই
সাক মানয়া সালে
নাসে না গ্লাক নক নো।
মীসীই ছাকুর তাই পুন মানয়াসালে
রিসে রিগ্লাক পুন ন
তমসা তাই তক মানয়া সালে।

রিসে রিগ্নাক তকনো।

(**ভাবার্থ ঃ** সোনার হরিনের চামড়া ছাড়া সবাম (তাঁত বোনার চর্মখণ্ড) হিসাবে ব্যবহার করবোনা। ব্রাহ্মণের দেহ গঠনের মতো দেহ বল্লবীর পুরুষকে ছাড়া স্বামী হিসেবে গ্রহণ করবো না। হরিনের মতো সুদৃশ্য চামড়ার ছাগল ছাড়া কোন ছাগল পুষবোনা। বুনো মোরগের মতো সুন্দর মোরগ ছাড়া- কোন মোরগ পুষবো না। অর্থাৎ নিজের পছন্দ সই পতি কে ছাড়া বিয়ে করবো না।)

সঙ্গীত নং (২৩)

কণ্ঠশিল্পী - শ্রীমতি বিশুলক্ষ্মী দেববর্মা
গ্রাম - (সদর উত্তর০
সংগ্রহকাল - ডিসেম্বর, ১৯৭৭ ইং
বিষয়বস্তু - বিরহ।

কথা ঃ

জৈষ্ঠ্য থাংগুই আষাড় ফায় লাহা
হাপুং গীনাংগীই মায় দুমুই দুমুই
নখা গীনাংগীই উরিঅ চুমুই
খাপাং লে খা কুরুক থারো।
মাইসীকাং পায়ই পাকলা তাংখা
মাইফাং তলাঅ থাইচুমু মুনখা
যাদুলে নগ কীরীই বুফুর ফায়ন'
যাদু বাই চালাই নানী।
খাপাংলে খা কুবুকথারো।
হাপুং হাতাইসা গারিং সাকাঅ
দক্ষিণ বয়ার সিপফাইসিং ফাইসিং
ওয়াতাই পেনিয়া ওয়াঅ।
যাদুলে নককীরীই খাতাংমা বাংখা
খাঅ ককতীমা সাঅ।

(**ভাবার্থ ঃ** জৈষ্ঠ্য মাসের পর আষাঢ় এসেছে। মাইসীকাং জুম নিড়ানি শেষ করে পাকলা (২য়বার) নিড়ানি দেওয়া হয়েছে। ধান গাছের তলায় চিন্‌রা পেকে উঠেছে। জুমের টিলা উচুনিচু জমিতে সবুজ ধানের ঢেউ। সারা আকাশে মেঘের খেলা। প্রিয়জন ঘরে অনুপস্থিত। কার সাথে পাকা চিনারা খাব? টিলার টংঘরে দখিনা বাতাসে ঝির ঝিব বৃষ্টির ফোঁটা। প্রিয়জন বিরহে মানসিক অশান্তি চলছে।)

সঙ্গীত নং (২৪)

কণ্ঠসিল্পী শ্রীমতি বিশুলক্ষ্মী দেববর্মা
গ্রাম - (জিরানিয়া সদর উত্তর)
সংগ্রহকাল - নভেম্বর, ১৯৭৭ ইং
বিষয়বস্তু- প্রেম।

কথা ঃ

ওয়াতাই ওয়ামানি ওয়াখারে খেরে
চিনি গাতিলাম সিপেরে পেরে
বাহায় কাই গাতি থাংন
বাবুজান লগি রিদি।
হাতাং কামিনি দুংগুর গাতিলাম
দালান রেকেঅই হলং য়্যাকালাম
কাসলে ওইদে থাংন।
বাবুজান লগিরিদি।
মায়ুং কাথাংরগ ফাইঅ খানাঅ।
মাসা গাবু ঘা ফাইঅ খানাঅ
সাইচুং থানানি খাসারাক সারাক
বাবু জান লগি রিদি।।

(**ভাবার্থ ঃ বর্ষাকালেঙ্গ বৃষ্টি ক্ষণে ক্ষণেই ঝরছে। ঘাটে যাবার পথ পিচ্ছিল হয়ে আছে। কি করে যে ঘাটে যাই বহাবু জান তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে। টিলা বাড়ী জলঘাট অনেক নীচুতে ছোট্ট জলপ্রপাতে। পাথরের খাঁজে খাঁজে বিরাট ফাটলের কিনার দিয়ে সকীর্ন পথ। যে কোন মুহুর্তে পা পিছলে দুঘটনা হতে পারে। তদুপরি পথে বুনো হাতী ও বড় বাঘের উপদ্রব। হে বাবুজান, তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে?**)

সঙ্গীত নং (২৫)

কণ্ঠশিল্পী - শ্রীমতি বুইশারাই দেববর্মা
গ্রাম - (সদর দক্ষিণ চম্পকনগর)
সংগ্রহকাল - ডিসেম্বর, ১৯৭৭ ইং
বিষয়বস্তু - বিরহ।

নখা পিলালা সাইচুং বেরাঅই
চেরাইফুরুনি ককনো ওয়ানসুগই
মকলনি মুকতাই ইয়রই-
সা-ব' রিহিনজ্জা খরাং কাচাংগাই
মকলনি মুকতাই বাংমানি বাগাই
নাইরাগাই মানরাক লিয়া।
গানাঅ ফাইদি আচুক ককসাদি-
ফাইদি চাং কানায় তংনো।

(**ভাবার্থ**- রাতে চাঁদের আলোয় সবদিক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এসময়ে একাকী উদ্দেশ্যহীনভাবে

হাটছি। ছোটবেলার কথা মনে পড়ছে। আর অনবরত চোখ থেকে জল ঝরছে। চোখের অশ্রুর আধিক্যের জন্য ভালভাবে- তাকিয়ে দেখা সম্ভব হয়নি। এসো এসো প্রিয়ে তুমি কাছে এসো। এসো দুজনে নিভৃতে কথা বলি।)

সঙ্গীত নং (২৬)

শিল্পী- শ্রীমতি ঝানু দেববর্মা
গ্রাম - (গাবর্দ্দি সদর দক্ষিণ)
সংগ্রহকাল - জানুয়ারী, ১৯৭৭ ইং
বিষয়বস্তু - প্রশ্ন।

কথা ঃ

খুমনি দে খুমতীরাং কানয়া কানয়াই বা দুদরাই মালা মা- কান?
কানম' কান জরীপ খিবি কৌলাংগাই
রাজানি পুরি কারই কৌলাংগাই
তৌমালে গদিসি নাংমানি বাগাই
রাম সংবা- বলংগ বাসা মা খাই?
তৌমালে অসতি নাংমানি বাগাই
মৌসাই রাংচাক নো ককনা থাংতিনি
আসাক বিরিমান মান বা?
তৌমালে গদিষি নাংমানি বাগাই
সীতা বা খকজাক লাংবা?
ইকলে যম কাইথর বাক্যরিমাবাই
থাইয়া আমরনি বরন' মানাইব'
রাবন বা থাইজা লাংবা?

(**ভাবার্থ ঃ** ফুলের মালা না পরে কেন রুদ্রাক্ষের মালা পরতে হল? রাজবেশ পরিত্যাগ করে- রাজপ্রাসাদ ফেলে গিয়ে কি ঝঞ্ঝাটের জন্য রামচন্দ্রদের বনবাস করতে হল? কি এত সাধ জাগল- সোনার হরিণ কে মারতে গিয়ে এত বিপদে পড়তে হল? কি দৈব দুর্বিপাকের জন্য সীতা অপহরিত হল? যমের অভিশাপের জন্য অমর বরপ্রাপ্ত রাবনকেও মৃত্যু বরণ করতে হল?)

সঙ্গীত নং (২৭)

কণ্ঠশিল্পী - শ্রীমতি ঝানু দেববর্মা
গ্রাম -(গাবর্দ্দি সদর দক্ষিণ)
সংগ্রহকাল - জানুয়ারী, ১৯৭৭ ইং
বিষয়বস্তু - প্রশ্নের উত্তর।

কথা ঃ

খুমনি খুমতীরাং তাম' খাইনানী
দুদুরায় মালা তর'
আমালে কুসুনি খাপেংনা বাগাঁই
রামসংন বলং হরঅ।
পিতানি বাক্য নারীকনা বাগাঁই
কানমালে কানজরীপ খিবি কীলাংগাঁই
বুফাংনি বুকুর কান- ন'।
সতী সীতানি খা পেংনা বাগাঁই
মাসাঁই রাংচাক নো ককনানি বাগাঁই
বলং বাংমিসিং রাকথার রাকথারই
আসীক বিরিমান মানন।
লক্ষণ কুনদিরি বারমানি বাগাঁই
সীতা বা খকজাক লাংগো
সতীলে সীতানো খকমানি বাগাঁই
হায় হায় - রাবন বা খুইজা লাংগ'।

(**ভাবার্থ ঃ** ফুলের মালার চাইতে রুদ্রাক্ষের মালা বেশী মহত্বের। ছোটমায়ের মন রক্ষার জন্যে রামচন্দ্রদের বনে পাঠানো হয়েছিল। পিতার সর্ত রক্ষার জন্য রাজপোষাক ছেড়ে রামদেরকে গাছের ছাল পড়তে হল। সতী সীতাদেবীর মন রক্ষার্থে সোনার হরিণ ধরার জন্য রামকে বনে বনান্তরে ঘুরে বিপদে পড়তে হল। লক্ষণ-কুন্দ্রী অতিক্রম করার জন্যই সীতা অপহৃত হয়েছিল। সতী সীতাদেবীকে অপহরণকরাই অমর বর প্রাপ্ত রাবনের মৃত্যুর কারণ।)

সঙ্গীত নং (২৮)

কণ্ঠশিল্পী - শ্রীমতি রাধিকা দেববর্মা
গ্রাম- (সদর উত্তর)
সংগ্রহকাল ২৫-৪-৭৮ ইং
বিষয়বস্তু - প্রেম।

কথা ঃ

মিয়া সারিগ' নকবার ফাইকৌনা
নখলা' ফারজাক নুগ'।
তিনি আইচুগ' প্রাণ যাদু সং ফাইখীনা নাদো
দগা খুম বেরজাক নুগ।
হামমানি বারা রগনো অ- রাংচাক্ সং
থকফুলয়াই মিলিক নাইরগ্
খুম কানয়াই মতম নাইরগ।
অশানি মীতাই খাকচাসে নাইথক
রাংচাক সংঘুরি ই নাইথক।
আচুক তংখাইবো বাকসো বেড়াতং তাই
বাচাতর খাইবা সিলাই সংচাতাই
আ-রাংচাক সং-
হামমানি বারা রগন'।
মকল নো নাইদে খাফুরয়া তংনো
মকল মুকওয়ানজাই রকন'।
য়্যাসি ন নাইদে খাফুরয়া তংনো-
য়াসি- সবাই থাইরগন।

(**ভাবার্থ** ঃ- গত রাতে বোধহয় দমকা বাতাস এসেছে। উঠান পরিস্কার হয়ে আছে। আজ ভোর রাত্রে বোধহয় প্রিয়তম এসেছে- সেজিন্যই দরজায় ফুল গোঁজা রয়েছে। হে প্রিয়তম, তুমি সত্যিই সুন্দর তেল না দিয়েও তোমার শরীর মসৃণ। ফুল না পরেও তোমার দেহ সৌরভ সুবাসিত। দুর্গাপূজার মূর্তির সৌন্দর্য্য- ওটা একটা দিক কিন্তু প্রিয়তম সব দিকেই সুন্দর। বসা অবস্থায় দেহ ভঙ্গিমা যা চারকোন যুক্ত বাক্সের মতো থার দাঁড়ানো অবস্থায় যেন বন্দুকের অবয়ব। তোমার চোখের সৌন্দর্য্য অতুলনীয়, তেমনি হাতের আঙ্গুলগুলো দৃষ্টি নন্দন।)

সঙ্গীত নং (২৯)

কণ্ঠশিল্পী - শ্রী নিশিকান্ত দেববর্মা
গ্রাম (কমলপুর)
সংগ্রহকাল - জানুয়ারী ১৯৭৮ ইং
বিষয়- হেমন্ত প্রশস্তি।

কথা ঃ

অ-তাখুক রকনো- তাবুকনি সময় রকলে
খাপাং ভাবিওই-নাইলে।
গারিং তখাকি কৌলাইমা সময়-
লামা বেংসীনাল সীংমানি সময়
তাবুকনি সময় রকলে।
অ তাখুক রগ খাপাং ভাবিওই নাইলে।
কাতিক মাসঅ- নখা গোরোমখাই
খাপাং সুনদুরো মানি
মাসিং ছিয়ারী লর সামা নুকখাই-
বুমা নুখুংনি বাসা সিক্লা-
খাপাং খা গুরুম মানি।
আ তাখুক রগ- কুচুক তলিংসা চিরিগমাখীনাই
খাপাং খা ইমাং চাঅ
বরক সিনিয়া নুকা কাফাইখায়
থানতিন খিবাই খার'।
কুথাং করম' খুতায় কৌলাঅই
খুতাই জরিমা সময়।
দংগর বখরক তাইসেং বেরাঅই
রানদিজাক মকমা সময়।
ওয়ানদাল বালাইব- কিয়কতাই কিয়কতাই
বারাই রানদিব' মুকতুইবাই কুংতুই
তাবুকানি সময় রকলে।
মায়- মাইকারান মায়ানি সময়
ওয়াইসা গরবো ওয়াইসাকিয়গো
সাতুংমা দুমুই' দুমুই'
বারাই সিক্লা খাপাং
গুরুময়ই -
ওয়ানমা দুমুই 'দুমুই'।

(**ভাবানুবাদ ঃ-** হে বন্ধুগণ এখন কি সময় একটু ভেবে দেখছ কি? এই সময়ে টংঘরে ছত্রাক পড়ে- জুমের রাস্তায় মাকড়সার জাল বিস্তার হয়। এই কার্তিক মাসে মেঘের ডাক শুনে মানসিক উতলা

হওয়ার সময়। প্রাক্‌শীলতালীন কুয়াশার আভাস দেখা দেবার সাথে তাল মিলিয়ে বিধবা মায়ের সংসারের যুবকের প্রাণ গুমরিয়ে ওঠে। নীল আকাশে চিলের ডাক মানসিক চাঞ্চল্য বাড়ায়। অপরিচিত লোবের গৃহ আঙ্গিনায় উপস্থিত দেখে তাঁত বোনা ফেলে যুবতী মেয়ে পালায়। দংগর- উৎসমুখে তাঁইসেং রেখে বিধবা রমনী গালে হাত দিয়ে চিন্তায় মগ্ন। কার্পাস গাছে কুয়োং করম- পোকা পড়ে- কার্পাস ফলে পাকা রং ধরে। মিতিংগা বাঁশের কঁচি পাতা বাতাসে দোল খায়। আর বিধবা রমণীর মুখাবয়ব অশ্রুতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সূর্যের আলো ক্ষণে জেগে উঠে- ক্ষণে উধাও হয়ে যায়- যুবতী মেয়ের মন ময়ুর এই সময়ে নেচে উঠে।)

সঙ্গীত নং (৩০)

কণ্ঠশিল্পী - শ্রী নিশিকান্ত দেববর্মা
গ্রাম (কমলপুর)
সংগ্রহকাল - জানুয়ারী, ১৯৭৮ ইং
বিষয় - প্রেমিকার প্রশস্তি।

কথা ঃ

কসম বুদলবাই থাঁংমানি নুগুই
মৌনাইন' কসম নুগ।
কৌচাক বুদুলবাই থাঁংমানি বাগাঁই
মৌনাইন' কৌচাক নুগো।
কুফুর হিমানী তৌমানী জুলি
লবইসে কুফুর নুংগ।
কৌচাক হিনমান নৌং তৌমান জুলি
লবইসে কৌচাক হিন।
কসম হিমানী নৌং তৌমা জুলি
লবই সে কসম হিন।
কৌথাং তংসাক সে ভায়াপ পিরিতি
উফিল লাংখাইন কৌরাঁই।
সিয়া ন জানি লামথাই বজাগাঁই।
সিয়ায়- নিদ্রা থাংকা।

(**ভাবার্থ ঃ**- কালো রং এর সুতোর গুলি দিয়ে খেলছে তাই তোমাকে কাল- দেখাচ্ছে। লাল রং এর গুলি দিয়ে খেলছো তাই তোমাকে লাল দেখাচ্চে। সাদা দিয়ে খেলছো তাই তোমাকে ফর্সা দেখাচ্ছে। কালো কালো- সাদা বলছি বলে রাগ করোনা - লক্ষীটি-। তোমাকে আদর করে কালো বলে সম্বোধন করছি। যতক্ষণ প্রাণ নিয়ে বেঁচে আছি- ততক্ষণই তো প্রেম প্রীতি ভালবাসা। পেছনে একবার ফিরলে অর্থাৎ মৃত্যু হলে কে কোথায় ..... ।)

সঙ্গীত নং (৩১)

কণ্ঠশিল্পী ঃ শ্রীমতী রাধিকা দেববর্মা
গ্রাম (সদর উত্তর)
সংগ্রহগ কাল - ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৮ ইং
বিষয়বস্তু - ঋতু পরিবর্তন।

কথা ঃ

মাসিং ব থাংখা - সাচীলাং ফাইখা।
মাসিং নি বাইদাঅ- চীং খিবই রিঅই-
সাচীলাং বাইদাঅ রমদি।
তুস্কু মাবা হু হু পুংফাইকা
তসকুমাবা তকমীতাই য়াদা
মাসিং কীচাংখা- মাসিংকলমখা
তসকু মাসে সিনাই।
তকসা তগ্না পুংগই ফাইবাইকা
খাপাং সীরাংগীই ফাইকা
গাতি খামানি মুই বালী ফাংগ---
তকসা জনি জং পুংগো।
বিছিসে কিফিল ফাইখা....।

(**ভবার্থ ঃ**- শীতের শেষ। গ্রীষ্ম আসছে। এখন শীতের আমেজ ফেলে দিয়ে গ্রীষ্মের আমেজ ধরতে হবে। গ্রীষ্মের সমাগম বার্তা জানিয়ে তসকুমা পাখী ডাকছে। শীত কি এল- না গেল- তসকুমার- ডাকেই বুঝা যায়। তকসা তগ্নার ডাক শুনার সাথে সাথে মানসিক সজীবতা দেখা দিচ্ছে। আমাদের স্নানের ঘাটের পার্শ্বে মুইবালি গাছে জনিজং পাখী ডাকছে। বছর ঘুরে এসেছে।)

সঙ্গীত নং (৩২)

কণ্ঠশিল্পী - শ্রীমতী রাধিকা দেববর্মা
গ্রাম (সদর উত্তর)
সংগ্রহ কাল- জানুয়ারী, ১৯৭৮ ইং
বিষয়বস্তু - বসন্ত বন্দনা।

কথা ঃ

মাঝি বিলাত বারছানি সিমি
ফাগুন তা থাংজা বাথুন।
বলংগ থাগাই তৗমা খুম মতম---
মাঝি বিলাত - বুবার।
খুমুং মতময়া বলংমতমবো
বলং সিক্লাচাঅ।
থংগর ফায়ই তৗমা থক মতম
লাংগি থক মতম বাহাই।
মাঝি বিলাত বাহাই--- মানখাইন।
খাপাং খা সৗরাং ফাইঅ।

(**ভাবার্থ ঃ**- মাধলী লতা ফুল না ঝরতে ফাগুন তুমি যেও না। বনে গেলে কি ফুলের ঘ্রান ভেসে আসে- মাধবী লতার নয় কি? ফাগুনের বনে ফুলের গন্ধ- না বনের গন্ধ--- কি করে বুঝব? এখন যে বন যৌবনের পূর্ণ জোয়ারে ভরপুর। শয়ানস্থানে ও গন্ধ তেলের সুঘ্রান। মাধবীলতা আর গন্ধ তেলের সুঘ্রানে মন ময়ুর নেচে উঠছে।)

সঙ্গীত নং (৩৩)

কণ্ঠ শিল্পী -- শ্রীমতী লক্ষীনী দেববর্মা
গ্রাম (সদর উত্তর)
সংগ্রহকাল -- জানুয়ারী, ১৯৭৮ ইং
বিষয় -- বিরহ.

কথা ঃ

বাসিয়া নাগর সংনো
সাইনাই কাইথরসা তাম সাইহরখা
কাপালঅ তাম' নাংখা.
ফিয়গ মানমাতাই ফিয়গ নাইখামুন
ভারত' লেখা রগন'।
ভারত পুথি পড়িই নাই খামুন
পড়িই মানমাতাই হিনকাই।
মায় মায় সংমা তুখুদে তুখে -----
তাইবদে তংখ দুঃখু।
খুরি সা ---কানাই হিনই বামমানি
কাইসা লগিঅ কারাই।
অ খালিচা করম লেখা।
বাতাই কাপাল ন তুবুজাক লাংগাই
সাগবাই মা তংয়া ওংখা।
মায় বো খাইয়া বাবু বো খাইয়া
বাইথাং করম' দোষী।
খালিচা করম' হাময়ানি বাগাই
ককমুংসে বাংলাং ছিদো।

(**ভাবার্থ** ঃ- হে প্রিয় আমার। বিধাতা কপালে কি লিখে দিয়েছেন-- যার জন্যে এমন বিপদে পড়তে হল। যদি খুলে পড়ার সুবিধা থাকতো--যদি পড়তে পারতাম তবে এই 'মহাভারত' পড়ে দেখতাম। কি জানি কপালে আরো দুঃখ অছে কিনা। কোল জুড়ানো দুটি সন্তানের মধ্যে একটি নেই। এ বিপদে মা বা বাবা দায়ী নন নিজের ভাগ্যেই দায়ী। ভাগ্য দোষে নানা রকম দুর্নাম শুনতে হচ্ছে।

সঙ্গীত নং (৩৪)

কণ্ঠশিল্পী--শ্রীমতী বিশুলক্ষী দেববর্মা
গ্রাম (সদর উত্তর, জিরানীয়া)
সংগ্রহকাল--ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ ইং
বিষয়--প্রেম।

কথা ঃ

হাপিং মুইমাইসিং খীরীইচাফুরু
হাপিং মুইমাইসিং শিলন' খাতাং
নাগর সা বনো খাতাং।
সাগনি সামপিলি সাগবাই কাক্য়াতাই
মায় বাই বাবু সাগবাই কাকয়াবা
কেন চাং খাতাংয়াতা।
নাগর খাতাংমা কীরীই ওংয়ানা
মাসিং জরা বাই সাচীলাং জরা
নাগর খাতাংমা তংনা।
কুচুগ তলিংনি খরাং খীনাঅই
মান খাতাংয়া ফান খাতাংয়া
উদিসি খাতাং মান।

(**ভাবার্থ ঃ**- পুরানো জুমে অড়হর গাছে ফুল দেখা দিলে শিলপাখী কে মনে পড়ে। এই সময়ে প্রিয় কার কথা স্মরণ করো। দেহের সাথে ছায়ার মতো--মা বাবার সাথে বাস করার সময়--কাউকেও স্মরণ করতে হয় না। কিন্তু গ্রীষ্মের শেষে ও শীতের শুরু এই মধ্যবতী: সময় নিশ্চয়ই প্রিয়তম কারো কথা স্মরন করো। যখন আকাশের উঁচু অনেক উঁচুতে চিল ডাকে তখন মা বাবাকে স্মরণ না হলেও নিশ্চয়ই কাউকে না কাউকে স্মরণ করো।)

সঙ্গীত নং --- (৩৫)

কণ্ঠশিল্পী - বিশুলক্ষী দেববর্মা
গ্রাম (সদর উত্তর জিরানীয়া)
সংগ্রহকাল--জানুয়ারী, ১৯৭৮ইং
বিষয়-- প্রকৃতি প্রেম।

কথা ঃ

চৈতর পন্দর--বৈশাখ দাগ রিখা
বিছি কিফিলই ফাইকা।
ওয়াতৌই হা কৌলাই বৌলাই রতমখা
বৌখৌরৌয় কিয়গ বাইখা
বুবার ফুল ল লক বাহাই তৌই লৌলৌক
খুমতকসা বুবার য়াদে।
বুবার নাইথকতৌই বকং তংতৌলাই
খুনজুঅ বনে খামুন।
বুকলে মৌতাইনি সৌরাইমুং নাংগৌই
বকং কৌরৌই খা নিনি।
নাসিক মামাংদে---বাবৌরায় চা-ন'
ইয়াগ তৌই মাংদে বাহাই বা কাকন'
বাহাই কাননানি খুমতকসা বুবার রকন।
বুবার নাইথকতৌই বকং তংতৌলাই
শরীর সাগ কাইসা ওংগৌই মানখামুন
খুমতকসা বুবার---নৌংবাই।

(**ভাবার্থ ঃ**- চৈত্র মাসে ১৫ তারিখে হতেই বৈশাখ মাসের ডাক এসেছে। নতুন বৃষ্টির জলে গাছের কচি পাতা গজিয়েছে। খুমতকসা ফুলের মুকুল সম্পূর্ণভাবে ফুটে ঠেছে। ফুলের রং ঈষৎ শুভ্র আর সুগন্ধ অতিশয় স্নিগ্ধ। সৌন্দর্যের সাথে সাথে যদি বৃন্ত থাকতো তবে কানে পরতাম। কোন দেবতার অভিশাপে হে খুমতকসা তোমার বৃন্ত খসে পড়েছে? শুধু দৃষ্টি নিক্ষেপেই কি তুমি মলিন হবে না হাতে হাতে নিতে নিতেই কি গন্ধ শেষ হবে? তোমার বৃন্ত থাকলে তোমার দেহের সাথে আমার দেহ মিলিয়ে দিতে পারতাম। হে খুমতকসা ফুল ---।

সঙ্গীত নং --(৩৬)

কণ্ঠশিল্পী -- শ্রীমতি রাধিকা দেববর্মা
গ্রাম (জিরানীয়া, সদর উত্তর)
সংগ্রহকাল --- ডিসেম্বর, ১৯৭৭ ইং
বিষয় --- জুমচাষ।

কথা ঃ

তাবুকনি --জরা রগ'
ভাদর হা কীরা মাসিংচাকীরা
ছিয়ারি কৌলাইমানী।
মামি হালাব' --তপছি কৌলাইঅ
বুফুরু রা - সা বাইনাই।
মাইজান মারে ন' য়্যাগুল তুইবাইদি
হাবানি সামুং পাইদি।
ভাদর থাংকৌলাই আশ্বিন ফাইয়ানু ---
অশানি মৌতাই ফাইতে ফাইতে খাই
মামিতা মৌতাই রিনু।

(**ভাবার্থ** ঃ- এখানকার সময় বড়ব্যস্ততার সময়। ভাদ্রের শেষ পক্ষ--পাতলা কুয়াশা পড়ছে। জুমের পাকা ধানের ঐ মামী হালাবে --তবছি--ধান খাচ্ছে। সখি-সহেলীদের সঙ্গে নিয়ে চলো --যাতে জুমের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করা যায়। ভাদ্র শেষ হলে আশ্বিন আসবে। অসা মৌতাই অর্থাৎ দূর্গা পূজা হবে। দূর্গা পূজা হতে না হতেই মামিতা পূজার সময় আসবে।)

সঙ্গীত নং --(৩৭)

কণ্ঠশিল্পী ---শ্রীকলুই দেববর্মণ
গ্রাম (সদর দক্ষিণ)
সংগ্রহকাল -- জানুয়ারী, ১৯৭৮ ইং
বিষয়বস্তু -- আধ্যাত্মিকতা।

কথা ঃ

বরক হিমানি লামা দোয়ারী
হিমমালে লাম চঅই মানয়া।
সাগনি সাগফলা সাগসীলাই ফাইঅই
আচায়ই থুয়ই আচায়ই
ফলা মাং সালৌই ফির ---
বরক হিমমানি লামা দুয়ারী --
তামুং নৌং হিম্না কিরি।।

(**ভাবার্থ** ঃ- মানুষের চিরন্তন চলার পথে -- জন্মমৃত্যু আসবেই। মানুষের--অবিনশ্বর আত্মা-

-এক দেহ থেকে আর এক দেহ সঞ্চারিত হয়। জন্মের পর মৃত্যু --আবার মৃত্যুর পর জন্ম --। এই জীবন চক্রের আবর্তনে আত্মা অবিনশ্বর। সেই জীবন চক্রের পথে চলতে তোমার এত ভয় কেন --?)

সঙ্গীত নং ঃ- (৩৮)

কণ্ঠশিল্পী -- শ্রীকুলই দেববর্মা
গ্রাম (মোহরাম, সদর)
সংগ্রহকাল -- জানুয়ারী, ১৯৭৮ ইং
বিষয় -- আধ্যাত্মিকতা ।

কথা ঃ

(অ জান্) য়্যাকনিলে দামরা থুনতা চাবাইখা
কাইথর নক লামা বিয়াং?
(আ-জান্) সাগনি লে রিতুকু তেনা চাবাইখা
দপা নক লামা রিয়াং?
(অজান্) খরখলে চেংখারু রাবাই তংবাইখা
তেলি নক লামা রিয়াং?
(অ-জান্) ---------- ।

(**ভাবার্থ ঃ**- হে প্রিয় হাতের দা কাজ করতে করতে ছোট্ট আকার ধারন করেছে ঈশ্বরের অর্থাৎ দেবালয়ের পথ কোথায়? দেহের বস্ত্র ময়লায় একাকার হয়ে গেছে ধোপা বাড়ীর পথ কোথায়? মাথায় চুল জটা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে তেলির বানীর পথ কোথায় ---------- ? হে প্রিয় ---------- ?)

সঙ্গীত নং -- (৩৯)

কণ্ঠশিল্পী -- শ্রীকলুয় দেববর্মা
গ্রাম (মোহরাম, সদর দক্ষিণ)
সংগ্রহকাল --- জানুয়ারী, ১৯৭৮ ইং
বিষয়বস্তু -- উপদেশাত্মক।

কথা ঃ

নখা রাংচাকনি তাঁইবাই
সিরি যুগিনি হাবাই
বাবু সাগ নাংখাই আমা অগতাঁইঅ
অগো তাঁইমাংন' আগো তাঁইমাংন'
গানাক নাঁই তালনাঁই কাসুক ফাইকাইনো
অগ তংমানি খুরি কাঁলাইখা
লাচিমা রগন লাচিয়া খাইঅই
আমা বা খাজা করম' আবুক খুগতুগই
আমা বা পুষি মানি।
কিসিঅ থুঅই কাঁরানঅ মুথুই
চায়া তত্রা ছিলাঁই চারিঅই
আমা বা পুষি মানি।
হাদুক দুগ কলক লুবিয়া তকবুক
নগনি কুতুলয়া বাবু
সালসা গংতাঁই কাঁলাঁই লুমফুরু
বাবু বা থাঁইজাক না কি-রিমানি!
নাইদি বাবুনি মায়া --- নাইদি আমানি মায়া।
(অলক্ষী ভান্ডারী যাকয়াঁই) -- বাবু বুড়াছা আগি তংখাতাঁই তাংগাঁই মানলিয়া
বাবু চলিয়া ওংসাই ফাঁইলাঁহা
আমা চলিয়া ওংসাই ফাঁইলাঁহা।
আমা বাবু সং পুষিঅই তুবতাঁই
চাংব পুষিনা বারি।
আমা বাবুন পুষি না খাইবা
আইচুক বাচাদি ভাতি বক সাদি ---
বাবুন--- পুষি নানি
লাইরু হইকাঁরাগ বাবু কই কাঁরাগ
বাবু বুড়াছা কইঅই তংফুরু
চুত্তয়াক য়্যাক্‌খুরি মানজাখা খাঁলাই
বাবু কইমানী হাম নাঁ।
আমা বাঁরাইচাক কইঅই তংফুরু
বন' সেপেংনা নাংন।

সাবিক পাং বীতীক সংদি
বীলাইকলকলি বীতীক মা নীংখাই
আমা বা পেংজা ওয়ানু।

(**ভাবার্থ ঃ**- আকাশের সোনার জলে আর প্রকৃতির পবিত্র মাটির মিশ্রনে মা-বাবার মিলনে আমাদের জন্ম। দশ মাস গর্ভ ধারনের পর মায়ের কোল আলো করে পৃথিবীতে আসা। স্নেহময়ী মা লাজ লজ্জা উপেক্ষা করে বুকের স্তন মুখে দিয়ে আমাদের পালন করেছেন। নিজেরা ভিজে জায়গায় শুয়ে আমাদের শুকনা বিছানায় ঘুম পাড়িয়েছেন। ভাল ভাল জিনিষ নিজে না খেয়ে -আমাদের খাইয়েছেন। জুমের শাক-সব্জী ফসলে পরিপূর্ণ তথাপি অসুস্থ আমাকে ছেড়ে বাবা জুমে যাননি। ভালুকের মতো প্রচন্ড জ্বর হলে মা বাবা অতিশয় উদ্বিগ্ন হয়েছেন আমার জন্যে। মা বাবা বৃদ্ধ হয়ে এসেছেন। আগের মতো কঠোর পরিশ্রম সাধ্য কাজ করতে পারেন না। এই সময়ে আমাদের তাঁদের কে লালন পালন করতে হবে মা বাবা অভিমান করে থাকলে সেই অভিমান ভাংগার জন্য সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে 'ভাতি' তে মদ তৈরী করো আর সন্ধ্যা রাত্রিতে মামী ধানের চাউলের বীতীক (মদ) তৈরী করো। আরাক দিয়ে বাবার আর বীতীক দিয়ে মায়ের মান ভাংগা যাবে।)

সঙ্গীত নং -- (৪০)

কণ্ঠশিল্পী --শ্রীমতি রাধিকা দেববর্মা
গ্রাম (সদর উত্তর জিরানীয়া)
সংগ্রহকাল -- ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ ইং
বিষয়বস্তু -- জীবন ও জীবিকা বিষয়ক

কথা ঃ

মাগুরাম হারুং রোয়া বাই থামপুই
রাসু হারুং নি খুমপুই
মায়নি বিতি -- তাংনা চীং হিনকাই
ওয়ানামা দুবুই দুবুই।
ফাইদি -- চীং বিতি রমনু'।
তিরিং তারানি লাম্প্রা ওয়াথপ --
বিছি বিছি নি খালি খালিনি
সুবরাই কাইলাং মানি
ফাইদি চীং বিতি রমনী।
সুবরাই রাজা বিতি কাইমানন'
কামি কাসুক তংগুই থাংমুংন'।
নগ কুড়িদক নগদক
চালাই কুড়িদক চালাইদক
অ -- চালাইরগ -- ফাইদি চীং বিতি রমনু।

(**ভাবার্থ ঃ**--- মাগুরাম উপত্যকায় মশা আর জোকের উপদ্রব। আবার রাসু উপত্যকায় খুঁমপুই ফুলে সমারোহ। মায়ের রীতি নীতিতে সংসার ধর্ম-পালন করতে ক্ষনে ক্ষনে চিন্তা আসে। এসো

প্রিয়ে আমরা সেই রীতি অনুসারে করি বছরের পর বছর যুগের পর যুগ ধরে প্রবাহমান সুবরাই রাজার আমল থেকে প্রচলিত লামপ্রা ওয়াথপ পূজো --সেই পূজো আমাদের ও করতে হবে। কামি কাসুকু রাজা ছয়কুড়ি ছয় ঘর পরিবার নিয়ে একটি পাড়া করে থাকতেন -- এসো প্রিয়ে আমরাও সেই ঐতিহ্য অনুসরণ করি।)

সঙ্গীত নং ঃ- (৪১)

কণ্ঠশিল্পী-- শ্রীমতী বুধুলক্ষী দেববর্মা
গ্রাম (সদর উত্তর, জিরানীয়া)
সংগ্রহকাল --মার্চ, ১৯৭৮ ইং
বিষয়বস্তু -- জুম ভিত্তিক।

কথা ঃ

অ যাদু হাপলক গীতাই কেরাং বখংতাই
হাতাল বা মীচাং মানি।
হাপুং কীলীলীক নীংব য়্যালীলীক
হিমতানি মীচাং মানি।
অ যাদু -- বিশি পুইলানি ওয়তাই ওয়ামানি
পাতাল পেখাগীই খুমব' বারসানাই
হান সিলই বার বারি খুমতগয়া
বিছি--পুইলাঅ বারঅ।
বারি খুমতকয়া ও খুনজুঅ কানখাই
ওক্লক মতম থারু।
অযাদু কসময়ালীলীক হাতাল সমলীলীক
হাতাল বাই মীচাং মানি।
অ যাদু ইক নাহাদি ইক নাহাদি
তপ্রেং সানি বাইদ্য।
তপ্রেং সালে খেওলা বাংবি
তখা কসমনো খেচুয়া খীলাই
রজং বাই মীচাং মানি।
অ যাদু--হাতাল কিয়গীই মাই কাইয়া সানি
গারিং নীং তাংদি হিনবা।
দক্ষিণ চালিয়া পশ্চিম আলিয়া
হাতাল কিয়গীই গারিং তাংগীইবা
নারীকদে মানন --মানয়া।

(**ভাবার্থ** ঃ- হে প্রিয়, ঢ়িবির মতো কচ্ছপের খোলের মতো সুন্দর জুম দেখে চোখ জুড়ায়। জুমের টিলা নাতি উচ্চ--তুমি ও নাতি দীর্ঘ--দুইয়েতে ভালোভাবে মিলেছে। হে প্রিয়--নতুন বছরের বৃষ্টি পেয়ে--পাতাল থেকে ফুড়ে খুমতকয়া ফুল ফুটেছে। খুমতকশা মাটি থেকে চার ইঞ্চি উঁচুতে ফুটে।

নতুন বছরের প্রথম ফুল। সেই ফুল তুলে খোঁপায় গোজলে পেছন দিকে ঘ্রাণে আমোদিত হয়। হে প্রিয় ঐ দেখ দেখ তংপ্রেংসা পাখীর কান্ড কি করে কাকের সাথে দুষ্টুমী খেলা খেলছে। পোড়া জুমের মধ্যে বাঁশের মুড়ার সাথে তংপ্রেংসার দেহ মিশে গেছে। (উভয়েই কালো) হে প্রিয় নতুন জুমে ধান বোনা শেষ করার আগে আমায় টংঘর তৈরী করতে বলছ -- তা আমি তৈরী করতে পারি। কিন্তু জুমের দক্ষিণ টিলায় টংঘর তৈরী করলে টিকিয়ে থাকবে? পশ্চিম কোনে ঝড় আসতে পারে। কালো মেঘে আকাশ ছেয়েছে।)

সঙ্গীত নং (৪২)

কণ্ঠশিল্পী- শ্রীমতী বুধুলক্ষ্মী দেববর্মা
গ্রাম (জিরানীয়া, সদর_উত্তর)
সংগ্রহকাল - জানুয়ারী, ১৯৭৮ ইং
বিষয় - জুমচাষ।

কথা ঃ

অ যাদু -চৈতর ওয়াচেং সকচাই হরমানি
রজং পাকুড়ি সরই খামকাদো
খীনা ফুং আইখাই হাতাল নাইনানী
সেমান- পিনমা মুইমুং বীচীলীয়
হাতাল বো মতম মানি
বলং তমীসা কচিক মা খীনাই
খাপাং খা সীরাং মানি
অ যাদু হাতাল কীখামবো
আগি বগলা তংগীই ফাইমানি
তাংগীই সে খাতাং সিদো।
তুংখু চেরাইনি বীখা অ যাদু
আনি নুখুংগো ছিক্লা বুরা
নিনি নুখুংগো চামারি কাউই
তংখী চেরাইনি রীখী।

(**ভাবার্থ ঃ** হে প্রিয় চৈত্র মাসে জুম পোড়া দেওয়া হয়েছে। খুব ভালো ভাবেই জুম পুড়েছে। আগামীকাল ভোরে নতুন জুম দেখতে যাব। গতবারে যে শাক সব্জীর বীজগুলো ছড়িয়েছে সেইগুলো সব যত্ন করে কালকে নিও। নতুন বছরে বৃষ্টি পড়েছে। সেই বৃষ্টির জলে ভিজে জুমের কি সুঘ্রান। বুনোমোরগের ডাক শুনে মন উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। হে প্রিয়- নতুন বছরে নতুন জুমে এসে কিশোর কালের উন্মাদনার কথা মনে পড়ছে। হে প্রিয়- আমি যেন তোমার সংসারে নতুন আসা চামারী (জামাই) অন্ততঃ পক্ষে মনে মনে সেইভাব জেগে উঠেছে।)

সঙ্গীত নং - ৪৩

কণ্ঠশিল্পী - শ্রীমতি বুধুলক্ষ্মী দেববর্মা
গ্রাম (জিরানীয়া, সদর উত্তর)
সংগ্রহ কাল- জানুয়ারী, ১৯৭৮ ইং
বিষয়বস্তু ঃ জুমচাষ।

কথা ঃ

বিছি কাঁতাল নি ওয়াতাই ওয়ামানি
হাতাল হা নরম খীনা।
অ যাদু আগি মায় সং তাংগাই থাংতাই
চীংবো তাংনানি নাংনো।
অ তিনি নি- দিনতাই রগো
খীনাফুং আইঅই হাবা থানানি
তাঁমা মুইমুংন' নো কাইনো
অ যাদু- মাইমুংলে মাইকাঁরা মাইগ্রাসালে
মাইমুং অক্রা বনন' কাইনো
মাইগ্রাসানো কাইঅই পাইখাইলে
তাঁমা মাইমুং ন কাইনো।
অ যাদু, আগি মায়সং কাইঅই চামানি
মায় বাবুনি তাংবিতি রগনো
চীংবা নারাগ না নাংনু।
খাপাংগ: ওয়ানসুক নাইদি।
অ যাদু নাংবা চাঁলাবা হুচুং বজাদি
আংবো বাঁরাইবা কাসেলেং খানো
হুক নি হুক হুচুং বঅই পাইখাঁলাই
কামি হুক লামা ব-দি।

(**ভাবার্থ ঃ** নতুন বছরে বৃষ্টি এসেছে। জুমের মাটি বোধ হয় নরম হল। হে প্রিয় আগে মা বাবারা যেভাবে গৃহস্থের কাজকর্ম করে গেছেন আমাদেরও তাই অনুসরণ করতে হবে। কাল সকালে জুমে কাজ করতে যাব- কি ধান প্রথমে বোনা হবে। মাইগ্রাসা ধান জলদি জাতের- তাকেই আগে বুনবো। মাইগ্রাসা বোনা শেষ করে অন্য ধান বুনবো। হে প্রিয়- পূর্ব পুরুষদের জীবন জীবিকাকে আমাদের রক্ষা করতেই হবে। তুমি পুরুষ তুমি জুমের চতুঃসীমানা নির্দিষ্ট করো। আমি নারী- কাসেলেং কোমড়ে গুজে শস্য শাক সব্জীর বীজ বুনবো। জুমের চতুঃ সীমানা দাগিয়ে শেষ করলে জুম থেকে বাড়ী যাবার রাস্তা চিহ্নিত করো।)

সঙ্গীত নং- ৪৪

কণ্ঠশিল্পী - শ্রীমতী মহামায়া দেববর্মা
গ্রাম (কল্যাণপুর বীরচন্দ্র ঠাকুর পাড়া)
সংগ্রহকাল- জানুয়ারি, ১৯৭৮ ইং
বিষয়বস্তু - প্রেম।

কথা ঃ

সারিক সাল থাংকা লুবিয়া খাকদি
ননসে মা হিন তৌলাই।
দিবর ওংখাদো মুই খৌলাই দিবা
ননসে মাহিন তৌলাই।
সারিক সাল থাংখা নৌং সৌকাংহিমদি
ননসে মা হিন তৌলাই।
আলিয়া কোনা নখা সম ফাইখা
সাজৌক সিকালা বুমা মানজায়া
বিয়াং মাইকৌরা কাইনাব সিয়া
বিয়াং মাইকতর কাইনাব রৌংয়া
খুমপাং বৌচলৌই লাংগাঅ দাঅই
থাংতৌতৌই পিনসা লাংখা
ছাজুক সিকালা হাতাল থাংগ'
তকুলা তেনতাই সগ'।

(**ভাবার্থ ঃ** সন্ধ্যা হয়েছে - লুবিয়া (বরবটি) পার- এই কথাটি যদি তোমায় বলতে পারতাম। দুপুর হয়েছে - রান্না-বান্না কর - এই কথা যদি তোমায় বলতে পারতাম। সন্ধ্যা হয়েছে - চলো ঘরে ফিরে যাই- এই কথাটি যদি তোমাকে বলতে পারতাম। আলিয়া কোনা কালো হয়ে মেঘ আসছে। যুবতী মেয়ে জুমে কোথায় কি ধান বুনলে ভালো হয় কিছু জানে না। ফুলের বীজ লাংগায় ভরে নিয়ে জুমে ছড়িয়েছে- যুবতী মেয়ে নতুন জুমে যাচ্ছে - তকুলা পাখী ডেকে তাকে অভ্যর্থনা করছে।)

সঙ্গীত নং - ৪৫

কণ্ঠশিল্পী - শ্রীমতী বুধুলক্ষ্মী দেববর্মা
গ্রাম - (সদর উত্তর, জিরানীয়া)
সংগ্রহকাল - জানুয়ারি, ১৯৭৮ ইং
বিষয়বস্তু - জনকজননীর প্রতি ভক্তি।

কথা ঃ

হানি সাই কতর আমা
নখানি কুচুক আফা।
আমালে মাইফাং আফালে খুলফাং
আমা খাই লক্ষ্মী আফা খাই মৌতাই
ইয়াখিলিক খুপাং তুলসী বুফাং
আমা আফা- ন নক্ ফাং
মায় মা লক্ষ্মী মা লে
রাংচকনি লক্ষ্মী সূর্য্য নি মুখী
হর বাই হর নাংয়া লক্ষ্মী
মায় মা লক্ষ্মী মালে।

(**ভাবার্থ ঃ** পৃথিবীর চাইতে বড় মা। আকাশের চাইতে উঁচু বাবা। মা হলেন ধান গাছ- আর বাবা কার্পাস গাছ। মা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী আর বাবা সাক্ষাৎ দেবতা। মা-বাবাই গৃহের সংসারের সর্বোচ্চ কর্তা। সোনার লক্ষ্মী মা আগুনের চাইতেই দীপ্তিময়ী মা।)

সঙ্গীত নং ৪৬

কণ্ঠসিল্পী - শ্রীমতি ঝানু দেববর্মা
গ্রাম (গাবর্দ্দি, সদর দক্ষিণ)
সংগ্রহকাল - জানুয়ারী, ১৯৭৮ ইং
বিষয় - অভিমান।

কথা ঃ

আকচাক বখরগ থাপাতাই কায়অই
চাদি মায় বাই বাবু।
মায় বা হাঅ আংবা দুলি অ
মায় হামমানি বাগাই।
মাইতুক তলানি বেরেমা বুসু-
আব সাজাকনি বানতা
মাইতাক তলানি মাইরুংখু কাখাম
আব-সাজাক নি বানতা
আংবাই তংগাইসে য়্যাসি মাচাংয়া
য়াসি মাচাংগাই তংদি।

আংবাই তংগীইসে মীইতীক আলুনি
সমবীতীই নীংগই তংদি।

(**ভাবার্থ ঃ** রুই মাছের মাথা দিয়ে চুলা বানিয়ে মা বাবা তোমরা খাও। মা মাটিতে আর আমি দুলির পরে- মা খুব ভালো কিনা তা আমার এ দশা হয়েছে। কড়াই এ তলানী তরকারী আর হান্ডির তলানী পোড়া ভাত কি বধূ হিসাবে মেয়ের কপালে জুটবে? আমার কাছে- থাকতে তোমার আঞ্চলগুলো ছিল গয়নাহীন। আশা করি শ্বশুরালয়ে গয়নাগাটির তোমার অভাব থাকবে না। আমার কাছে লবনহীন তরকারী খেতে বাধ্য হতে- আশা করি তুমি শ্বশুর বাড়ীতে লবনের জল খেতে পারবে। ....)

সঙ্গীত নং ৪৭

কণ্ঠশিল্পী - শ্রীমতী কৃষ্ণপতি দেববর্মা
গ্রাম (সদর উত্তর)
সংগ্রহকাল - জুন ১৯৭৭ ইং
বিষয় - উপদেশাত্মক।

কথা ঃ

নাইসীকা নখা বরলাংখা তখা
চিনি করম' লেখা।
মুইতু বকংনি বাদুখুং থনীই
খাপাংখা থনীই তংখা।
নাংগীই থাংফুরু সালাইনা হিনই
খাপাং খা ভাবিই তংখা।

(**ভাবার্থ ঃ** বিধাতার কপাল লিখন কেউ খণ্ডাতে পারে না। সেই জন্যে সমস্ত রকম বিপদ আপদের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি। যখন কোন বিপদ আসবে - তাকে মোকাবিলা করব। সেইভাবেই মনকে দৃঢ় করে তৈরী করেছি।

সঙ্গীত নং ৪৮

কণ্ঠ শিল্পী - শ্রীমতী সুখিনী দেববর্মা
গ্রাম (সদর উত্তর)
সংগ্রহকাল - মার্চ, ১৯৭৬ ইং
বিষয় - ফুল ও পূজা বিষয়ক।

কথা ঃ

খুমুং মুংসিনি বদল দলসিনি
সীবান' ভজি নানি।
বারি কাইমানী সুর্যমুখী থাই
সূর্য্য নো ভজি মানি।
সানজা বারনাই সনদ্যা মালতী
চন্দ্র ভজিমানি।

তাইনি সামপালা পদ্ম বুবার খাই
লক্ষ্মী ন ভজিমানি।
বারি কাইমানি করবী বুবার
মায় ন ভজিমানি
বারি কাইমানি কৃষ্ণচূড়া
কৃষ্ণ ভাজিমানি।

(**ভাবার্থ ঃ** সাত রকমের ফুল সাতটি স্তবকে রয়েছে। কোন ফুলটিকে মনোনীত করব। সুর্যমুখী ফুল সূর্যের উপাসনায় প্রয়োজন হয়। সন্ধ্যায় ফুটে সন্ধ্যা মালতী চন্দ্র পূজায় প্রশস্ত। জলের পদ্ম ফুল লক্ষ্মীপূজায় প্রয়োজন। আর বাগানের করবীফুল মায়ের পূজায় ব্যবহৃত হয়। কৃষ্ণচুরা ফুল কৃষ্ণকে ভজনা অর্থাৎ পূজায় ব্যবহৃত হয়।)

সঙ্গীত নং ৪৯

কণ্ঠশিল্পী - শ্রী বিশুরায় দেববর্মা
গ্রাম (চম্পকনগর)
সংগ্রহকাল - জুলাই, ১৯৭৬ ইং
বিষয় - উপদেশ।

কথা ঃ

অ যাদু সেমান তংতাই তাকৌলাই তংখাই
সেলেসে হিনজা গানু।
তাংমুং পাংগারা চাং তাংলাই খৌলাই
নুখুংসে কৌলাক গানু।
পারা চৌলারক হুক আচুকবাইখা
যাদু নাং বিয়াং নাইখা?
অ যাদু পোষ নি পাকলা হুগ কিতিং খাইসে
মাগ নক থামক নানি
অ যাদু তাই ওয়াখাক তাইসা-
তাইনি বুগীরা
য়্যাকিসি য়্যাগরা দংগর ছিকৌলা
হাপুং সিরুরুক- তকমা খাকৌলাপ
মায় হাময়া- হামতক্ হামতক....।

(**ভাবার্থ ঃ** হে প্রিয় গত বৎসরের মতো এবার যদি থাকি তবে লোকে আমাদের কুড়ে অলস বলবে। সংসার কাজে আবহেলা করলে সংসার ডুবে যাবে। পাড়ার পুরু,রা নতুন জুমের স্থান নির্বাচন করেছেন- হে প্রিয় তুমি কি জুমের জায়গা দেখেছ? পৌষমাসের জুম কাটা) শেষ হলেই তবে ঘরদোর হাত দেবে। হে প্রিয়, টিলা ছোট্ট ঝর্ণা ধারার দুই পার্শ্বে ডান বায়ে ছোট চোট জল প্রপাত যুক্ত মোরগের বুক সাদৃশ্য জমি জুম চাষের জন্য প্রশস্ত।)

সঙ্গীত নং ৫০

কণ্ঠশিল্পী - শ্রী পোরায় দেববর্মা
গ্রাম (সদর উত্তর)
সংগ্রহ কাল - ডিসেম্ব, ১৯৭৬ ইং
বিষয় ঃ ঋতু প্রশস্তি।

কথা ঃ

অ যাদু ফাগুন নি তাল চাইতর দাগরিঅ
বসন্ত বয়ার ছিবো।
বসন্ত বয়ার- নকবার মানতিরই
মাঝি বিলাত বার
মাঝি বিলাত' খুম বাহাই মানাই
খাপাং বিখাত নাংগ।
চৈতর হুগওয়াচেং সকচাই হরনানি
ফাগুন তাল কাঁরাই খাদে।
চৈতর তাল হাপ ফাইখাদো
অ যাদু বিছি পাইথাগ থানতি সাংমানি
দাগতি রাসুনা খাইদি।
মাসুয়া তকনো সলনাই চেথুক
চৈতর বো হাবু, ওয়াতাই বো বীর বীরু-
বদে ককবাজি সানাই
ওয়াতাই সে ফাইথক ফাইথক্
মায়- তাং বিতি তাংগাই চানাইরগ
হাতাল সে নুকথক নুকথক।

(**ভাবার্থ ঃ** হে প্রিয় ফাল্গুন মাসের শেষ, চৈত্রের ডাক এসেছে। বসন্তকালীন হাওয়া বইছে। বসন্তের হাওয়া পেয়ে মাধবীলতা ফুটে উঠেছে। মাধবীলতার সুগান পেয়ে মন উতলা হয়ে উঠেছে। ফাগুন তো শেষ হয়ে এলো। চৈত্র মাস এলেই জুম পুড়িয়ে দেবো হে প্রিয় বছরে শেষ দিকে তুমি নতুন তাঁত তুলেছ সেটি তাড়াতাড়ি বুনে শেষ করে ফেলো। মাসুয়াবাড়ী পাখীর সদৃশ চেথুক পাখীর ডাক শুনা যাচ্ছে। বৃষ্টি এগিয়ে আসছে। চেথুক পাখী তো আর অসত্য বলবে না। মা-বাবাদের ঐতিহ্য-সংসারের কাজ কে অনুসরণ কারীদের কাছে শুধু এখন একটিই ভাবনা- নতুন জুমের নিশানা।)

সঙ্গীত নং - ৫১

কণ্ঠশিল্পী- শ্রী বীরক্ষেত্র দেববর্মা
গ্রাম (সদর দক্ষিণ)
সংগ্রহকাল- ডিসেম্বর ১৯৭৬ ইং
বিষয়বস্তু - সংসার ধর্ম।

কথা ঃ

বিছিং তাংকলক - নুখুং খানাব
সাই কাইসা তংনা নাংগু।
মা ফা- তাংলামা তাংবিতি রগন'-
বন ব' তাংনা নাংগ।
মা ফানি বিতক নুখুং নারীকনা।
কৌনাই খা বাকসা নাংগ।
নুখুং সংনানি ককনো ওয়ানসুকয়া
বিছি সে থাংনাই খাদো।
আনি কাপাল তামা তংজানি
সাইচে মান লিয়াদো।

(**ভাবার্থ** - সারা বছর ধরে গৃহস্থালী করতে গেলে একজন পুরুষ (স্বামী) থাকা দরকার। মা বাবাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত সংসার ধর্মপালন- আমাদের করতেই হবে। সংসার ধর্মের ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে হলে দুজনের মানসিক ঐক্য প্রয়োজন। সংসার গড়ার কথা ভেবে ভেবেই কি বৎসর কাটিয়ে দেবো? আমার কপালে কি লেখা আছে কে জানে-? কিছুই বলতে পারলুম না।)

সঙ্গীত নং - ৫২

কণ্ঠশিল্পী- শ্রী বীরক্ষেত্র দেববর্মা
গ্রাম (সদর দক্ষিণ)
সংগ্রহকাল - ডিসেম্বর, ১৯৭৬ ইং
বিষয়- প্রেম।

কথা ঃ

দংগর বখরগ খুমপুই বারমানী
তামসীক মতম জানি।
সাইচুং সাগ কাইসা খলুইনা খাইব-
তাম সীক কিরি জানী।
দংগর বখরগ খুমপুই মতমনো
সাব বাই খলুই চানো।
কামিনি বায়াপ সাকচালাইরগনো
লগি দে সানাই নাইন।
দংগর কুপুলুং মতম সাই তংখা
সাব বাই খলনা আংখা।

(**ভাবার্থ ঃ** দংগর এর (জল প্রপাতের) ধারে খুমপুই (দোলন চাঁপা) ফুল ফুটেচে। সেই

ফুলের সুঘ্রানে চারিদিক ম-ম- করছে। একাকী সেই ফুল তুলতে ভয় করছে। কার সাথে কাকে সঙ্গে নিয়ে সেই ফুল তুলব। পাড়ার সমবয়সী বন্ধু-বান্ধবদের কি অনুরোধ করব- ফুল তুলতে সঙ্গী হওয়ার জন্যে? সমস্ত দংগর ফুলের গন্ধে আমোদিত হয়ে রয়েছে। কার সাথে যে ফুল তুলতে যাই ...।)

সঙ্গীত নং - ৫৩

কণ্ঠশিল্পী - শ্রী বিশুরাই দেববর্মা
গ্রাম (সদর উত্তর, চম্পকনগর)
সংগ্রহকাল - আগস্ট, ১৯৭৬ ইং
বিষয় - উপদেশ নির্দেশ।

কথা ঃ

অ নাকুতি, ওয়ায়িং খিলিতে ওয়ায়িং খিলিতে
থাইচালে রীচাব জাগু
ওয়ারীই মাইতুকতে ওয়ারীই মাইতুকতে
খবচালে মনক জাগু।
তাইনী সিকামবুক হাংকুংনী দাল'
ফাইচা ফুইচা বা চাগীলাক সীলাই
তীমা নীং বন খানাং?
তক্সা পুংমাব- অবীনাং বীনাং
তীমা নীং বনে খানাং?
নগনি ককনো বা দগাঅ বেরদি
হাবানি ককনো রজং গো বেরদি-
থাপানি হরন' থাপা বুথারদি
তংগুই থানা সে নাইদি।
মুইনি বেরব' মুই রিসি গীনাং
পুইথা মুই ককয় য়াদে?
ঝিংগা কাইয়াঅই পুইথা কাইখীলায়-
ধরম' নাইথেক গীলাক।
সারিগ সাল থাংমা ছিয়া হিনকীলাই
ঝিংগা বুবার ন নাইদি-।
বীথাই বো চাদি বুবার বো কানদি-
সারিগ সাল থাংমা নাইদি।
দুঃখু ফিয়ক নাই ব-সে।
খুমনি বেরবো খুমরিসি গীনাং
হেংগীরা বুবার য়াদা?
সারিগ থাংবো বীখীরীয় নুগ'
আইচুক বাচাইব হাকীরাই নুগ'।
হেংগ্রা বাজি য়াদে?

(**ভাবার্থ ঃ** হে সোনামনি--। দোলনার ঘুম পাড়ানী ছড়া বলতে বলতে এক দুটো গান এসে যায়।

ছোট্ট শিশুকে ভাত খাওয়াতে খাওয়াতে নিজেও দু এক গ্রাস খেয়ে ফেলি। জলের শামুক আর স্থলের শাক সব্জী দিয়ে তো এক আধবার তরকারী খেতেই হবে। সেটাকে তুমি কিছু মনে করো না। পাখীর ডাক যদি শ্রুতি মধুর না হয় তার জন্যে তুমি রাগ করো না। জুমের কাজের সময়ের কথা জুমেই রেখে এসো। ঘরের ভেতরে কথা দরজায় রেখে এসো। চুলার আগুন চুলাতেই নিভিয়ে ফেলো। সব্জীর মধ্যে চিচিঙ্গা হিংসুটে সব্জী। ঝিংগে চাষ না করে চিচিঙ্গা চাষ করা ঠিক নয়। যদি সূর্য্য ডুবেছে কিনা জানতে চাও তবে ঝিঙে। ফুলের দিকে তাকাও। ঝিঙ্গে ফুল পরা যায় ফল খাওয়া যায়। ঝিঙ্গাই শ্রমের ক্লান্তি দূর করা সহায়ক। আবার হেংগ্রাফুলও পাজীর এক শেষ। জুম থেকে সন্ধ্যায় ফিরে (বাড়ীতে ফিরে) দেখি শুধুই কুঁড়ি। আর কাকভোরে ঘুম থেকে উঠেই দেখি) শুধুই মাটিতে ঝরা ফুল।)

সঙ্গীত নং ৫৪

কণ্ঠশিল্পী শ্রী বিশুরাই দেববর্মা
গ্রাম (সদর (পূর্ব))
সংগ্রহকাল - জুলাই, ১৯৭৯ ইং
বিষয় জুম কৃষি।

কথা ঃ

অ - নাকুতি,
মজি বিলাত বার সারি নাইখা
বলং খুম মাকে বার রচং বাইখা
বছর ফিরগই ফাইখা।
আইচুগ তকুলা তেনতাই ফাইলাঁহা
চিনি তাংবিলি ফাইখা।
আইচুগ বাচাদি - মাইতুখু বগদি-
হিমদি হাতাল হিমদি।
মায়নি সাগনি মুইমুং বাঁচুলুই
নৌংবা পিননাইদে পিনয়া?
চৈতর মাসনি হাতাল হা কাঁখাম
নুগই খা সীরাং য়াদা?
বাবু তাংমানি তাং বারা রগন
তাংয়াই চাং খিবি নাই দা?
তাইবুক আ গীনাং সারুই চানাব
কানাই খা বক্সা নাংগ।
য়াকনি দামীরা তকচিং খরবাই
মাংনি খেরেপাং তাংগাই চা- নাব'।
কানাই খা বাকসা নাংগ।
সারিপাং দিরাং ওংমা য়্যাকারদি
আইচুক খুং গীরাং ওংমা খিবিদি
মায়নো পুষি নাইখে- বাবুন' পুষি নাইখে।'

(**ভাবার্থ ঃ** মজি বিলাত (মাধবীলতা) ফুল ফোটার শেষ খুমমাকে ফুল গাছে কুঁড়ি দেখা

দিয়েচে। নতুন বছর ঘুরে এসেছে। ভোর রাতে তকুলা পাখীর ডাক শোনা যাচ্ছে- আবার চাষ আবাদের মরশুম এসেছে। ওগো প্রিয়ে- ভোরে উঠ- ওঠে ভাত পাক করে নাও। চলো নতুন জুমে যাই। মায়ের কাছ থেকে পাওয়া তরিতরকারির বীজ কি তুমি বপন করবে না। চৈত্র মাসে পরিস্কারভাবে পুড়ে যাওয়া জুম দেখে তোমার উৎসাহ জাগে না? বাবারা পিতৃপুরুষগণ যে কাজগুলি করে গেছেন- সেই কাজগুলো কি আমরা না করে থাকবো? ছোট ছোট নদীতে জল সিচে মাছ ধরতে হলে দুজনেই (স্বামী-স্ত্রী) উৎসাহী হওয়া দরকার। ঘর গৃহস্থালীর কাজকর্ম করতে গেলেও উভয়ের সহমর্মীতা দরকার। তাই অনুরোধ- সকাল সকাল রাতে শোয়া এবং দেরীতে ঘুম থেকে উঠার অভ্যাস পরিত্যাগ করো।)

সঙ্গীত নং - ৫৫

কণ্ঠ শিল্পী - শ্রী বিশুরায় দেববর্মা
গ্রাম (চম্পকনগর (সদর উত্তর)
সংগ্রহকাল - ডিসেম্বর, ১৯৭৮ ইং
বিষয়বস্তু - দারিদ্র মনোবেদনা।

কথা ঃ

অ তাখুকরগ মানি অধিনা
ফা-নি সংদারি--
মনুষ্য পুরী- হিনাই ফাইমানী
হাম্লাং গীলাক খা নাদু।
তংমা তংকাচাং মা তংলাংলিয়া
তখলায়- সাখা তংতায়-
চানা চাকাচাং মাচা লাংলিয়া-
তাখুম মাইচীলাম চাতাই।
চাংনি পুদিরি খরগ দুগিরি-
দেশনি সুয়াং হানি বিরিমান
চাং হাই তাই কারাই খানা
খেরাংগ নাইব দা খুংচা কারাই
বাকাঅ নাইব তাক থাইচা কারাই
বাহাইলে খা সারাং সিনাই?
বাখা তংগুইব য়্যাক চুকলাংলিয়া
মকল কলনাই বাই রাজ্যি ন নুগুই
খাপাং খা - গেলে দরব।
সাল- ওয়াইসিনি বাজার থাংগাইব
থাংহাহাই মাতং লিয়া।
ওয়াতাই হিনইব- তংগুই মানলিয়া
সাতুং হিনইব কাতর মানলিয়া
তখসুন্তা সানি কাপাল মানখানা
দুঃখু কাকলিয়া চিনি।

(**ভাবার্থ ঃ** হে ভাই সব, মায়ের ও বাবার একমাত্র অধম সন্তান আমি মনুষ্য পুরীতে জন্ম

নিয়ে কিছুই উপকারে আসতে পারলাম না। সুস্থভাবে বসবাস করতে পারলাম না। সব সময় গরম কড়াই এ রাখার মতো। খাওয়া দাওয়াও কোন সময় শান্তিতে করতে পারলাম নাহ যেন হাঁসের ধান খাওয়ার মত কষ্টকর। কোমড়ে কটি বস্ত্র সম্বল, মাথায় তেলহীন জটা- দেশের মধ্যে সংসাজা অবস্থায়- আমার মতো বোধ হয় সংসারে আর কেউ নেই। ঘরে একটি দা নেই। মাচায় একটি হাড়িও সম্বল নেই- কি করে মানসিক সান্তনা পাব? মনে ইচ্ছা থাকলেও বাস্তবে সম্ভব হচ্ছে না শুধু দু চোখ দিয়ে চতুর্দিকে দেখে দেখে চোখ জ্বলে যাচ্ছে। দিনের মধ্যে সাত সাত বার বাজারে গিয়েও সান্তনা পেলামনা। বৃষ্টি বলে কিংবা রৌদ্র বলে বিশ্রাম করার উপায় নেই। যেন কাঠ ঠুকরা পাখীর কপাল নিয়ে এসেছি। দুঃখ আর আমাকে ছাড়ছে না।)

সঙ্গীত নং - ৫৬

কণ্ঠশিল্পী - শ্রী অখিল দেববর্মা
গ্রাম - (বড়ময়দান (মুপ্রিপাড়া))
সংগ্রহকাল - জুন, ১৯৭৮ ইং
বিষয় - বিরহ।

কথা ঃ

নাংব তংগাইখা হাচালনি নগর-
আংব চ তংফ ইখা হাচালনি সাগর
মালাই গালাক খা নাংবাই।
নন সাইফুরু আন সাইয়াবাই
লাম জড়সা ওংলাইলিয়া।
নন সাইফুরু আন সাইয়ানি
কাইথর ছা বধি নাং থুন।
গাতি খামানি মুইতুছে মুইতু
আংলে ননমাং মুইতু।
তক্সা তগীলা ওংগাই মানখালাই
বীরই নাই খালাই খামুন।

(**ভাবার্থ** ঃ- তুমি বহু সুদূর জায়গায় রয়েছে। আমি ও অনেক দূরে রয়েছি। তোমার সাথে আর বোধ হয় আমার দেখা হবে না। তোমার কপাল লিখনের সাথে আমার কপাল লিখন লেখা হয় নাই তাই এক পথে এক সাথে চলতে পারলুমনা। তোমার ললাট লিখনের সাথে আমারটা না লেখার জন্য কাইথরের বিধাতার বিপদ হোক। তোমাকে আমার সব সময় মনে পড়ে। যদি তকসা তকওয়ালা পাখী হতে পারতাম তবে উড়ে গিয়ে কাছ থেকে তোমাকে দেখতাম।)

সঙ্গীত নং ৫৭

কণ্ঠশিল্পী - অখিল দেববর্মা
গ্রাম (বড়ময়দান (মুপ্রিপাড়া))
সংগ্রহকাল - জুন, ১৯৭৭ ইং
বিষয় - ভাগ্য বিলাপ।

কথা ঃ

চেরাই ফাংসিনি অগ মাই কীরাই
অগ তাই কীরাই আনি।
বুইন নুগতাই বুইন সিতাই
ওংগুই মানলিয়া আংলে।
মনুষ্য পুরী হিনই ফাইমানী
বুইনি তংথক নো বুইনি নাইথকনো
নাইলাং নানিসে নাদো
আং তাই অভাগি কীপাল পুরালে
দেস তাই কীরাই খীনা।
চেরাই ফাংসিনি বুইনি অধিনা
তাখুক অকরা আনি তংগুইব'
বুখুক অকরা কীথাং তংলাংব'
অধিনা কাগলাং লিয়া।

(**ভাবার্থ ঃ** ছোট বেলা থেকেই পেটে ভাত নেই। জল নেই। অন্যের মতো সুস্থ স্বচ্চল হতে পারলাম না। এই মনুষ্য পুরীতে এসে শুধু অন্যের সুন্দর ও সুখী জীবনই দেখে দেখে থাকা সার হলো। আমার মতো অভাগী ভাগ্যহত বোধহয় আর দেশে নাই। ছোট বেলা থেকেই অন্যের অধীন, বড় ভাই বড় বোন থাকা সত্ত্বেও আমার দুঃখ ঘুচলনা।)

সঙ্গীত নং ৫৮

কণ্ঠশিল্পী - শ্রী সেংকারী দেববর্মা
গ্রাম (সদর দক্ষিণ)
সংগ্রহকাল - জুলাই, ১৯৭৮ ইং
বিষয় - প্রেম

কথা ঃ

আনি নগ্‌গানা সাব হুক হুকপাই
ওয়াসক কৌলাইঅ রাইরাই।
আনি লগিন' সাব কক সীংফাই
মুকতাই কৌলাইঅ রাইরাই।
মায়নি পিয়াসা সারি থাংলাব'
মায়া তা সারি লাংদি।
গাতি থানসা তুকুলাইফুরু
সীমাই তাংমানি - সীমায় নীংবর খিবি।
নিনি মুং রিয়ই বালিক তাক্‌মানি
নীংবা কানাইদে কানয়া।
নন ওয়ানসুগুই আংলে মাইচায়া
নন ওয়ানসুগুই আংলে তাই নীংয়া
কসম সম্‌পিলিক জীকন'
খুম কানয়াই মতম জীকন'।

(**ভাবার্থ ঃ**- আমার বাড়ীর পার্শ্বে কে জুম কাটছে। বাঁশগুলি একে একে কাটা পরে সশব্দে পড়ছে আমার প্রিয় লক্ষ্মীকে বিয়ের কথা শুনাতে আসছে- চোখ থেকে ঝরো ঝরো জল পড়ছে। তুমি কখনও আমার মায়া ত্যাগ করো না। এক ঘাটে স্নান করার সময় দু'জনে যে শপথ করেছিলাম তা কি তুমি ভুলে গেলে? তোমার নাম করে নাকে নাকফুল গড়তে দিয়েছি- সেটা কি তুমি পরবেনা, তোমার ভাবনায়- আমি খাওয়া দ্যায়া ছেড়ে দিয়েছি- হে শ্যামলীমাবর্না প্রিয়া আমার হে ফুল বিনা সুঘ্রানময়ী।)

সঙ্গীত নং - ৫৯

কণ্ঠশিল্পী - শ্রী সেংকারী দেববর্মা
গ্রাম) সদর দক্ষিণ)
সংগ্রহ কাল - জুলাই, ১৯৭৮ ইং
বিষয়বস্তু - প্রেম।

কথা ঃ

হাপুং থাইসিনি বাখগাঁই নাইবো
কেনজুয়া মুড়া মানয়া।
দেশ সুরবুরাঁই বেড়াই নাইব'।
নাঁংতাঁই নাইথক লে নুগয়া।
কসম সমপিলিক জাঁকন'
আচুক থানিব রসনাই গাঁনাং
মাঁনাই থানিব রসনাই গাঁনাং
কসম সমপিলিক জাঁকলে।
রকই তংগাঁইবো নাকাঁরাই গাঁনাং
কসম সাগমিলিক জাঁকলে।
তরবু তরথায়া লগ্ বো লগ্ থায়া
কসম সমপিলিক জাঁকলে।
কলক নি দল' নাহার নাইখাইবো
কিসা সাগ বারা নুগো।
বারানি দলঅ নাহার নাইখাইব
কিচা সাগকলক নুগগো।
মতম বারিয়া জাঁগন'
বুইলে হামজাক্য়া খাকুলুবুবার
আনি থানিলে রাংচাকনি খুমবার
আশিনি কারই নব্বই সে থাংতুন
থাংতুন লক্ষীনি বাগাঁই।

(**ভাবার্থ ঃ** সাত সাতটি টিলা পার হয়ে দেখেছি- কিন্তু কেচুর মুড়া পাওয়া গেলনা। দেশের চতুস্কোণ ভ্রমণ করে দেখেছি কিন্তু তোমার মতো সুন্দরীর দেখা পাওয়া গেলনা। তোমাকে বসা শোওয়া সব অবস্থাতেই সুন্দর দেখায়। তুনি নাতি দীর্ঘ। লম্বা দলে তোমাকে একটু বেঁচে, বেঁটে মেয়েদের দলে তোমাকে একটু লম্বাটে মনে হয়। হে সোনামনি, অন্যের কাছে যাই হোক না কেন তুমি আমার কাছে প্রিয়-প্রিয়তম। তোমার জন্যে ৮০ কেন ৯০ খরচ করতেও আমি পিছ পা নই।)

সঙ্গীত নং - ৬০

কণ্ঠশিল্পী - শ্রী সেংকারী দেববর্মা
গ্রাম (সদর দক্ষিণ)
সংগ্রহকাল- জুন, ১৯৭৭ ইং
বিষশয়- বিরহ বেদনা।

কথা ঃ

অ বারিয়া নাগর সংনো।
ইমাংগ' নুকতৌই মুকথাং নুক খৌলাই
আচুক কক সালাই খামুন।
আইয়ই বাচাঅই মৌখাং নুকনাবো
মরা সিমানগ কতন।
গাতিনি ফাইয়ই মৌখাং নুগনাবো
মরা থাইচুক ফাং কতন।
দিপরনি ফাইয়ই মৌখাং নুকনাব'
মরা থাইপুং ফাং কতন।
লুতা হুফুরু ছায়া নুকনাবো
সাইকাতি নুগজাক ফাইদি।
সারিগনি ফাইয়ই মৌখাং নুকনানি
নখলা বেরাই সকদি।
গুরিয়া মাইরাম খড়ম কাতিরই
নখলা বেরাই সকদি।
বারা কাতিয়া সীতা পারিওই
করবী বুবার বারসা কানতিরই
নখলা বেরাই সকদি।
ওয়ানি দাবা বাই দুমানীং তিরই
নখলা বেরাই সকদি
খাপাং খা কৌচাং নানি।
অ- বারিয়া নাগর সংনো।।

(**ভাবার্থ ঃ-** হে প্রিয়তম। স্বপ্নে দেখার মতো যদি বাস্তবে দেখা হত তবে এক সাথে বসে কথা বলতাম। ভোরে উঠে তোমাকে দেখার ইচ্ছা থাকলেও ঘর আড়াল করে দাঁড়ায়। জলের ঘাট থেকে ফেরার পথে তোমাকে দেখতে আম গাছ- বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিপ্রহরে কাজ থেকে ফিরে তোমাকে দেখতে গেলেও কাঁঠাল গাছ বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। কাঁসার ঘটি পরিস্কার করার সময় তোমার ছায়া এসে পড়ে- বাস্তবে এসে দেখা দিও প্রিয়। আমি যেন সন্ধ্যায় কাজ থেকে ফিরে তোমায় দেখতে পাই- সেইজন্যে তুমি খরম পায়ে - হাতে হুকো নিয়ে করবী ফুল কানে গুঁজে উঠোনে বেড়াতে এসো। তাহলেই আমার মনে সান্ত্বনা পাব। হে-প্রিয়তম।)

সঙ্গীত নং ৬১

কণ্ঠশিল্পী - শ্রী সেংকারী দেববর্মা
গ্রাম - (সদর দক্ষিণ)
সংগ্রহকাল- নভেম্বর, ১৯৭৬ ইং
বিষয় - প্রেম।

কথা ঃ

মৌসা সামপারি য়্যাপাই তৌইকাগয়া
তা থাংদি হুগ সুইচুং।
তাবুকনি জরা রগো।
হুক বৌলাম লামা তুকমানি সময়-
তা থাংদি হুগ সাইচুং।
খরগ রি কৌচাক সরই ফাইনাইরগ
য়্যাগ- চেম্বুকসা তৌয়ৌই ফাইনাইরগ
খুতাই বুখ্রই ফাইপোন।
তা থাংদি সাইচুং
তাবুকনি জরা রগো।

(**ভাবার্থ ঃ** বনের বাঘের সদ্য সদ্য পায়ের ছাপ রাস্তায় ভর্তি। তুমি একা এ সময়ে জুমে যেওনা প্রিয়। এই সময়ে জুমের রাস্তাঘাট জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। তুমি একাকী জুমে যেওনা। একজন মাথায় লাল পাগড়ী পরিহিত আর একজন হাতে চাবুক যুক্ত ওরা জুমের খুতাই আঘাত করে করে ওই সময়ে ঝরিয়ে দেয়। এই মুহূর্তে তুমি একা একা জুমে যেওনা প্রিয় আমার।)

সঙ্গীত নং - ৬২

কণ্ঠশিল্পী - শ্রীমতি রাধিকা দেববর্মা
গ্রাম- (সদর উত্তর)
সংগ্রহকাল - নভেম্বর, ১৯৭৬ ইং
বিষয় - প্রেম।

কথা ঃ

হাতাল সমলৌলৌক কিতিং য়্যালৌলৌক
সীকাং লে হিম ফাইদি য়্যালৌক।
নিনি মুংরিওই বাচৌই কুসু-ন
রিগিনাই তাগরি মানি
কুয়াই চুগ বলব মৌথাল
বাইলে কুসুন রিসা তাগরিম'
বৌথাই সাই রুংখু সাইজাগ।
মোহন পুরিয়া রিগীনাই সাড়ি
গানা কৃষ্ণ পুরি।
কানয়া চুময়াই নো আসীক মৌচাংগ
কান খলাই বুইনি বারা।

(**ভাবার্থ ঃ** সবুজ জুমের পরিবেশ মিলিয়ে হে প্রিয় শ্যামলী বর্ণা প্রিয়ে আমার আগে আগে হাটবে এসো। তোমার জন্য ছোট বৌদিকে দিয়ে কুয়াইচুগ নকসাযুক্ত পাছড়া বুনিয়েছি। তোমার জন্য ছোড়দিকে দিয়ে সাইরাখু নকসা যুক্ত রিয়া বুনিয়েছি। মোহনপুর থেকে কৃষ্ণপুরী পার যুক্ত শাড়ী এনেছি। এমনিতে ভাল পোষাক না নিয়েই তোমাকে সুন্দর দেখায় - পোষাক পড়লে তুমি হবে সেরা সুন্দরী।)

সঙ্গীত নং - ৬৩

কণ্ঠশিল্পী - শ্রীমতি রাধিকা দেববর্মা
গ্রাম - (সদর উত্তর)
সংগ্রহকাল - নভেম্বর , ১৯৬৭ ইং
বিষয় - শ্লেষ।

কথা ঃ

এমাং নুগমাব' কথর কীলাইঅ
অ মীনাই তাকালাই তীমা ওংনো।
আগি আইদনি বীরীইচুক বুড়ানো।
সামা খীনাঅ--
সিন্দুক গ' রাংকাঅ হিনাই।
দগা নাসিনই তখা মরগো
তকীলাই তীমা ওংনো।
বুড়া বুড়ি নো সামা খীনাঅ
নুখুং জন্ম বারি (অ) হিনই।
অ-মীনাই-তাকীলাই তীমা ওংনো।

(**ভাবার্থ ঃ** স্বপ্নে শিলা বৃষ্টি দেখেছি। হে প্রিয় এবার জানি কি হয়। বয়স্ক বুড়ো বুড়ীদের কাছে শুনেছি- স্বপ্নে শিলাবৃষ্টি হলে নাকি সিন্দুকে টাকা বাড়ে। ঘরের দরজার ভেতরে তাকিয়ে কাক ডাকছে। হে প্রিয় জানি না এবার কি জানি হবে। বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের কাছে শুনেছি - এই স্বপ্নে নাকি পরিবারে জনবল বাড়ে। হে প্রিয় জানি না ---- এবার কি হবে)

সঙ্গীত নং - ৬৪

কণ্ঠশিল্পী- শ্রীমতী বিশু লক্ষ্মী দেববর্মা
গ্রাম - (সদর উত্তর (জিরানীয়া))
সংগ্রহকাল - জানুয়ারী, ১৯৭৭ ইং
বিষয় - প্রেম।

কথা -

আইচুক বাচাদি মাইতৌক বকসাদি
হাপিং থানানি ফাইদি।
অ মনাই হাপিং ন খাতাংয়াদে।
খুমচাক বীচালীই- রাবাইসক খীনা
ফাইদি হাপিং গ থানু।
হাপিং গ থাংগীই কিফিল ফাইফুরু
ছতর বংগ খাজুঅ বেরখাই
খুমচাক নো খুনজু কানখাই
সীকাং তলালাই মা হিমলাই খাইলে
তীমা জানি বা তংথক
অশানি মীতাই বীস্কাং নাইথক
মীনাই ওকলক্ নাইথক
অশানি মীতাই তাগমা য়্যাকথাগীই
মীনাই নো তাকজাক খীনা।

(**ভাবার্থ**ঃ- হে প্রিয়, খুব ভোরে ওঠ। রান্না বসাও। চলো পুরানো জুমে যাই। পুরানো জুমের জন্য তোমার মায়া আসেনা? হয়ত এখন খুমচাক ফুলের বীজ পেকে উঠেছে। জুম থেকে ফেরার সময় ছতরবাঙ্গ ফুল খোঁপায় গুজে আর খুমচাক কানে পরে যদি তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে হাটো- তবে কি জানি কেন এত আনন্দ হয়। দুর্গা প্রতিমা শুধু সম্মুখেই সুন্দর- হে প্রিয় তোমার পেছন দিকটাও সুন্দর। দুর্গা প্রতিমা গড়ার কাজ হঠাৎ ফেলে রেখে যেন তোমায় গড়া হয়েছে। -- হে প্রিয়ে।)

সঙ্গীত নং ৬৫

কণ্ঠশিল্পী - শ্রীমতি কৃষ্ণপতি দেববর্মা
গ্রাম - (সদর উত্তর)
সংগ্রহকাল - জানুয়ারী, ১৯৭৭ ইং
বিষয় - উপদেশমূলক।

কথা ঃ

অ, মৌনাই, তবিশা রকনি তবলা রগন'
তামরাই তনছি ওয়ানু।
তামখালাই বুই খীনা নাইখা,
বিখাতা বিরিমান করম' লেখা
সাকাই বুই খীনা নাইখা---
সায়াই ন' তংছি ওয়ানু।
আংতাই অধিনা বরক মানখাইসে
আচুক কক সালাই নানি
বুইলে ছাবায়ু কেরাং কথমা
চীংলে ছাওয়ানু কপাল কথমা
মায় বো হিন হামদি---
বাবু বো হিন' হামদি---
চীংসে হামজানা মানয়া
বুইলে চাতাই আচুক চানাব
আনিলে কীপাল কীরাই
অ বিখাতা - করম লেখা
তাইদে চালাংসি বা।

(**ভাবার্থ** ঃ হে সোনামনি। তবলা বাজালে লোকে আওয়াজ শুনবে- এটা আর বাজাব না। আমার কপালের দুঃখ দুর্দশার কথা বললে লোকে শুনে ফেলবে- তাই আর বলবনা। আমার সমান অধীন ব্যক্তি যদি মেলে তবেই দুজনে নিভৃতে বসে দুঃখের কথা বলব। অন্যেরা কেরাং কথমা বলে। আমার নিজেদের দুঃখের কথমা বলব। মা বাবা উভয়েই আমাদের ভাল হোক চায়। সুখে বসে খাবার কপাল আমার নেই হে বিধাতা কপালে যে লিখন লিখেছে তাতে আমার ভালো হবার নয়।)

সঙ্গীত নং - ৬৬

কণ্ঠশিল্পী - শ্রী কলুই দেববর্মা
গ্রাম- (সদর দক্ষিণ)
সংগ্রহকাল - জানুয়ারি, ১৯৭৮ ইং
বিষয় - উপদেশাত্মক।

কথা ঃ

হাওন বো থাংগু ভাদর হাবফায়ু
ভাদর লে মায়কতক চও।
মাইতাং চেখারা কতক নাংখাইনু-
হাপিংসে খাসা রীরীগ।
নীংবা ছিয়াদা বনো অ-যাদু
তাপাং তানথিনে অরাই মালাইখাই
তানয়া গুরিওই ফাইতা
হাপিং গান্দারী হামমানি নুগয়।
তাইনি আথুক সা মগো।
বারিনি- মান্দায় হামমানি নুগয়-
তাখুম মাতারা মগো।

(**ভাবার্থ ঃ** শ্রাবণ শেষ হলে ভাদ্র আসবে। ভাদ্র মাসে জুমের ধান কাটা পরে। ধান কাটা পরলেই জুম ধীরে ধীরে হাপিং (পুরানো) হয়ে যায়। তুমি কি তা জান না প্রিয়ে। জুমের অরাই পাতার গাছ যত্নে রাখা হয়। পুরানো জুমের গান্দারী বড় হলে- ছড়ার চিংড়ি মাছের চিন্তা জাগে। (অর্থাৎ এক সাথে পাক করা হয়) তেমনি বাগানের মানকচু বড়সড় হলে হাঁসের চিন্তা জাগে (অর্থাৎ হাঁসের মাংস আর মানকচু রান্নার আর বেশী দেরী নেই।)

সঙ্গীত নং ৬৭

কণ্ঠশিল্পী - শ্রী কলুই দেববর্মা
গ্রাম - (সদর দক্ষিণ)
সংগ্রহকাল - জানুয়ারি, ১৯৭৭ ইং
বিষয় - জুমিয়া জীবন।

কথা ঃ

মাসিংগা খীলায় বুচুগ তীইয়া
মীখারা কিরি জাগীই।
কুরুক হিনকীলাই য়াফাংগ' তীইয়া
উরিন' কিরি জাগীই।
না যাদু ঃ- .....
মাইঅ মাইলক্ষী নাইনা থাংফুরু
মাসিংগা নখে লাঠা সীনামীই
লাঙ্গা হর কীলাই - ফাইঅ।
নগ': সাকপাইখাই লাঙ্গা বেরাঅই
চেরাইন' বান্দি - ফাইঅ।

(**ভাবার্থ** ঃ জুমের মাসিংগার আগার দিক মিষ্ট হয়না। হয়তবা বানরে ভয়েই, বাগানের ইক্ষু গোড়ার দিক মিষ্টি হয়না, বোধহয়- উলুর ভয়েই। হে প্রিয় তুমি ভেবে দেখছ কি? মা জুম থেকে ধান বা লক্ষ্মী কে নিয়ে ঘরে ফেরার সময় মাসিংগা কে লাঠি হিসাবে আনে বাড়ীতে পৌঁছে মাসিংগা বাচ্চাদের দেওয়া হয়- তাদের খোশামোদ করার জন্য।)

সঙ্গীত নং ৬৮

কণ্ঠশিল্পী - শ্রী বিশুরাই দেববর্মা
গ্রাম - (সদর উত্তর)
সংগ্রহকাল- ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭ ইং
বিষয় - দৈনন্দিন জীবন।

কথা ঃ

তাইসা তীই কলক দংগর বখরক।
ওয়াতীই কানাবো ওয়াখীলাই রিখা
দংগর তর খীলাই ফাইখা।
মরা ওয়াকচ কচকমা বাগীই
হিমকীরাই মানলাং লিয়া।
চাংনি ধুতি বো রমসাই কুল পাইয়া
তীইসা কইরিরি তীইসা কইথাথাং
হিমীই কুল' মানলাং লিয়া।

(**ভাবার্থ** ঃ ছোট ছড়ার উৎস মুখে বৃষ্টি হয়েছে। তাই ছড়াতে বন্যা নেমেছে। বন্যার জলে বাঁশের টুকরোগুলো ক্রমাগত ভেসে আসছে। সেইজন্য ছড়া- পথে চলাটাই দায় হয়ে পড়েছে। কোমড়ের ধুতি ভিজার ভয়ে সামলাতে হচ্ছে। আঁকা বাঁকা ছড়ার জলপথ চলে চলেও আর পথ শেষ হল না।)

সঙ্গীত নং ৬৯

কণ্ঠশিল্পী- শ্রী সেংকারী দেববর্মা
গ্রাম - (সদর দক্ষিণ)
সংগ্রহকাল- এপ্রিল ১৯৭৯ ইং
বিষয় - আত্মজিজ্ঞাসা।

কথা ঃ

কুচুগতৌই বীরনাই তকসা তকপুথি
বাবু- পড়িমা ভারত-পুথি
পড়েপরিখা বুইনি সীরীংগীই।
আংসে পড়িসীক মানয়া
নক খামা সাকা আচুক তংনাইরগ
বাবুনি সামাজি রগ মায়নি সমাজিরগ
সিয়া না জানি সাওই থাংফুরু
নরকসে বুঝি নাইরগ।
বুবুতৌই তুংমুং তংখা হিনখাইবা
দুঃখু- সাল কাটিনানি
ববতৌই ককমুং সাখা হিনকাইবা
লোকো কক নারীক নানি।
বিশি তংকলক তংগীই থাংনানি
তংতুতুই ওয়ানা মানি।

(**ভাবার্থ** ঃ- বাবা যে পুঁথি পড়ে গেছেন, সেই মহাভারত পুঁথি আমিও পড়তে শুরু করেছি। কিন্তু সেই পুঁথি কে আমি ভালভাবে পড়তে পারি ? ঘরের পূর্ব-পশ্চিম দিকের আসনে যারা বসে আছেন মাতা ও পিতার সমকক্ষ ব্যক্তিগণ- আমি যদি অজ্ঞাতবশত কোন ভুল করি- সেটা আপনারাই বুঝে নেবেন। কিভাবে থাকলে দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পাব। কিভাবে কথা বললে লোকের কাছে সেই কথা ভালো লাগবে। জানিনা- সারা বছর দীর্ঘ সময় কি করে কাটাব- তাই থেকে থেকে ভাবছি।)

সঙ্গীত নং - ৭০

কণ্ঠশিল্পী - শ্রী সেংকারী দেববর্মা
গ্রাম - (সদর দক্ষিণ).
সংগ্রহকাল- জানুয়ারী, ১৯৭৭ ইং
বিষয় - উপদেশ।

কথা ঃ

চাইতর থাংখাইন বৈশাখ ফাইয়ানু
বিছি বা কিতিং গানু।
বিছি তাই বাসীক তংসি
খাপাং নুং ভাবিই নাইলে।

আহাই মামাংবো তংগীই গথকয়া
খাপাং নীং ভাবিই নাইলে।
লালাং বো থাংখা - লিলিং বো থাংখা·
চাইতর থাংখাইন বৈশাখ ফাইয়ানু
অ যাদু খাপাং নীং ওয়ানসুক নাইলে।

(**ভাবার্থ** ঃ- চৈত্র শেষ হয়ে গেলেই বৈশাখ মাস আসবে। নতুন বৎসর আসবে। বৎসর শেষ হতে আর তো বাকী নেই। হে প্রিয় তুমি একবার ভেবে দেখেছ কি? এমনি সময় কাটালে তো চলবে না। বৎসর হৈ হল্লুর তো চুকে গেলো- এবার সংসার কাজে মনোযোগ দিতে হবে। চৈত্র শেষ বৈশাখ আসছে- হে প্রিয় ভেবে দেখো মনে।)

সঙ্গীত নং ৭১

কণ্ঠশিল্পী - শ্রী সেংকারী দেববর্মা
গ্রাম - সদর দক্ষিণ
সংগ্রহকাল - ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭ ইং
বিষয় - সংসার জীবন।

কথা ঃ

বিশি য়্যাফাংনি বুদ্ধি খলনাখাই
মায়নি খেরে পাং তাংগীই চানাখাই
তাবুক তামনি জরা।
আগুন হুক নাইঅ- পৌষ' হুগ হগঅ
তাবুকনি জরা য়াদে।
চেরাই কীথার নো নকহুক রিনাখাই
বাবু- কাম চীলীই চুমবুয়-
মায় সরলাখুক সরই
কক জরা রিনা থাংগ।
চেরাই কীথার নি কক হরমা নুগয়-
ওয়াহানক মালা মগো
ওয়াহানক মালা তরমানি নুগয়-
বারিনি লাইফাং মগো।

(**ভাবার্থ** ঃ বৎসরের প্রথম থেকে বুদ্ধি করে গৃহস্থের কাজ করতে হলে ঋতুচক্রের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। অগ্রহায়ন মাসে জুম নির্বাচন পৌষ মাসে নতুন জুম কাটা সারতে হবে। আর এই সময়ে ছেলে মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করতে হলে মা-বাবা ভালোভাবে পোষাক পরে মেয়ের বাড়ীতে পাকা কথার জন্য যান। পাকা কথার ব্যাপার জেনে পালা শূকর চিন্তান্বিত। আবার পালা শূকরকে বড় হতে দেখে বাড়ীর পাশের কলা গাছ চিন্তান্বিত। (শুকরের মাংস ও কলাগাছ রান্না সুস্বাদু।)

সঙ্গীত নং - ৭২

কণ্ঠশিল্পী - শ্রীনক্ সিরাই দেববর্মা
গ্রাম - কমলপুর
সংগ্রহকাল - আগস্ট, ১৯৭৮ ইং
বিষয়- সদুপদেশ।

কথা ঃ

চৈতর মাসনি সাতুং ফুরুঅ
মাইন' নুং লামরোগ য়াদ'
আষাঢ় মাসনি ওয়াতাই ওয়াফুরু
তাইন নাং খাকরাক য়াদো।
বাকা মাই হালাংবকসা ফুরুসে
সাতুং ন খাতাং হরো,
তাইসা তাই কারাই বেরাইফুরুসে
ওয়াতাই নো খাতাং হরো।
নখা গুরুমু - খুতায় কারায়
খাঅ ওয়ান সুগ মা ফাইঅ।

(ভাবার্থ - চৈত্র মাসের প্রখর রোদে ধান শুকিয়ে রাখলে না। আষাঢ় মাসের প্রবল বৃষ্টিপাতের সময় জল ভরে রাখলে না। বর্ষাকালে আগুণের তাপে যখন ধান শুকোতে হয়- তখন চৈত্রে রোদের কথা বেশী মনে পড়বে। খরার সময় যখন জলের খোঁজে শুকনা নদী নালায় ঘুরবে তখন বৃষ্টির কথা মনে পড়বে। অর্থাৎ কোন জিনিষের অভাবের সময়েই সেই জিনিষের প্রয়োজনীয়তা বেশী অনুভূত হয়।)

সঙ্গীত নং ৭৩

কণ্ঠশিল্পী - শ্রীনকসিরাই দেববর্মা
গ্রাম - কমলপুর
সংগ্রহকাল - নভেম্বর ১৯৭৭ ইং
বিষয় - শ্লেষ।

কথা ঃ

তাইনি আগুনথু বাথেরেং বার'
লাতিয়া জুলি জাগ ফুন।
তাইনি আথুকছা জগা লুতে ফুন
আবার- বা মাসা তিফুন।
তাইনি আরাং বা সুমুই তামতিরফুন
খুইচা বা বারসাতিফুন।
অত্কা রাজা ভারত পড়িখায়---
মনাই শাস্ত্র সাফুন।

তক থুনতা খাইবা-
কুয়ায় তানতির ফুন
খাম'ন তকপেপে তামফুন।
হাতাল বিলিনি তখের পুংমানি
তখের খাভুঅই পুংগ।
হাচেঅ ওয়াইসা কুচুগ ওয়াইসা
বিরছা বিখলাই ওংগো।
হাতাল কৌতাল' মাইকাই লাই নাইরগ
হাপুং ওয়াইসা হারুংগ ওয়াইসা
নাইথক মানি সে নাইদি।

(**ভাবার্থ ঃ** গুথম মাছ লাফাচ্ছে। লাটি মাছ রাগে ফুলছে। চিংড়ি মাছ উলু দিচ্ছে, আর পুটি মাছ লাফালাফি করছে, বাইম মাছ সুমুই বাজাচ্ছে। আর খলিচা মাছ এলোপাথারি লাফাচ্ছে। টিয়াপাখীর রাজা ভারত পড়ছে আর মনাই পাখী শাস্ত্র বলছে। কাঠ ঠুকরা পাখী সুপুরি কাটছে তকপেপে পাখী ঢোল বাজাচ্ছে। নতুন জুমে তখের পাখী একবার উপরে একবার নীচে উড়ে ডাকছে। নতুন জুমে বোনার কাজে ব্যস্ত লোকেরা টিলাতে উঠছে আবার ঢালু জমিতে নামছে। দেখতে সমস্ত পরিবেশকেই সুন্দর দেখাচ্ছে।)

সঙ্গীত নং ৭৪

কণ্ঠশিল্পী - শ্রীনুগরাই দেববর্মা
গ্রাম - খোয়াই
সংগ্রহকাল - ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯ ইং
বিষয় - প্রেম।

কথা ঃ

অ চিকন হাদুক দুক্ কলক সাইচুং হিমপ্রু নন ওয়াসুগই হিম।
হিম্তুই হময়াতুই য়াপ্রি সেও অ-চিকন নন ওয়ানসুগই হিম।
খাপাং খা বিছি নন ওয়ান্স্গ বীখা কক্ শাঅ নুংবাই।
মায়বা রিংগ মাই খুরকা বাবু, মাইখলাই আচুগ ফাইদি।
ময়বা রিংগ তুই সিরকা বাবু, মাইখলাই আচুগ ফাইদি।
মায় রিংমান খুঞ্জ অ কান্য়া, অচিকন নন ওয়ানসুগ মা বাগই।
খাপাং খা বিছিং নন ওয়ানসুগ, অচিকন বীখা করু সাঅ নুংবাই।
তুইবুক তুই দুরমা লোকোরগ নুগ, অচিকন খাপাং খা দুরমা নুগয়া
খাপাং খা বিছিং নন ওয়ানসুগ বীখা কক সাঅ নুংবাই।
বাবু বা রিংগ দা হুলই তুই দি লগি হুগ হক্না ফাইদি।
তুই কাংমা জরা তুই নুংলাইনানি লগি তুই দামা তুইদি।
বাবু রিংমাব খুঞ্জু অ কান্য়া অ চিকন নন ওয়ানসুগ্মা বাগই।
খাপাং খা বিছিং নন ওয়ান সুগ অ চিকন বীখা কক্ সাঅ নুংবাই।

নখা গ্রুম্‌সা লোকো খীনাঅ, খাপাং গ্রুম্‌মা লোকো খীনায়া
খাপাং খা বিছিং নন ঔয়ান্‌ সুগ বীখা কক্‌ সাঅ নুংবাই।
সত্যমা চাদি সত্যমা তংদি থানাং চুং মালাই নানি।
মায় বর মানি খাজুঅ ছুরি নন তামুংগই সুরি।
খাপং খা বিছিং নন ওয়ানুসুগ বীখা কক সাঅ নুংবাই।

(**ভাবার্থ ঃ** হে সোনামনি- দীর্ঘ পথ চলার সময় তোমার কথা মনে পড়ে। চলতে চলতে পা ফেলতে ফেলতে তোমার কথাই স্মরণ করি। মনে মনে ভাবি আর মনে মনে তোমার সাথে কথা বলি। মা-খাবারে জন্য ভাত বেড়ে জল গড়ে দিয়ে আমায় ডাকছেন কিন্তু মনে মনে তোমার সঙ্গ অনুভব করছি, তাই মায়ের ডাক কানে আসেনা নদীতে বাঁধ পড়লে জল স্ফীত হয় তা সহজেই দেখা যায় কিন্তু মনে যদি ভাবনা জমে সেই ভাবনা চোখে দেখার নয়। বাবা কাজে যাবার জন্য দা ধার দিয়ে - তৃষ্ণার জন্যে ধামাতে জল নিয়ে যেতে বলেছেন কিন্তু মনে মনে তোমার সাথে আলাপনের জন্য বাবার ডাক শুনতে পাই না। সত্যিকারই যদি তোমার সাথে আমার ভালবাসা হয়ে থাকে তবে জন্ম জন্মান্তরে হলেও তোমার সাথে দেখা হবেই - মিলন হবেই---।)

সঙ্গীত নং ৭৫

কণ্ঠশিল্পী - শ্রী সেংকারী দেববর্মা
গ্রাম - সদর দক্ষিণ
সংগ্রহকাল - ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৭ ইং
বিষয় - প্রেম।

কথা ঃ

কসম সাগমিলিক ওয়ানজুইনি বর্ণ
য়্যাগ' মতমমা' কাগয়া।
বিছানা থানসা বিড়ি য়্যাফারই কক সালাইনানী
খাপাং নীং ওয়ানসুক য়াদে।
মকল নো নাইদে খা ফুরয়া তংন'
মকল মুকরুমুই রকনো।
য়্যাসিন নাইদে খা ফুরয়া তংনো
য়্যাসি- সবাই থাই জীকনো।
ফিকুংন নাইদে খা হাবয়া তংনো
ফিকুং বেকিকুং জুগন।
কসম সমপিলিক জীকনো
য়্যাকরাই থানছা হিমলাই তংনানি
চিনি ব বীখা তংগু।
কীনাইখা বাকসা তাংলাই চানানি
চিনিখা বাক্‌সা তংগু।

(**ভাবার্থ ঃ** হে প্রিয়ে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা বঙ্গনারীর চেহারা...। তোমার হাতের সুগন্ধির শেষ নেই। এক বিছানায় শুয়ে একত্রে বিড়ি খাবার কথা কি তোমার মনে আসে না? তোমার চোখ অতীব

সুন্দর, আঙ্গুলগুলো ও দৃষ্টিনন্দন। পিঠের দিকে সৌন্দর্য বর্ণনাতিত, হে সোনামনি তোমার সাথে এক সাথে হাটতে চলাফেরা করতে মন আকুল করে। একসাথে গৃহস্থের কাজ করা সংসার করার কথা আমায় পাগল করে তুলে।)

সঙ্গীত নং ৭৬

কণ্ঠশিল্পী - শ্রীমতী মহামায়া দেববর্মা।
গ্রাম - বীরচন্দ্র ঠাকুর পাড়া
সংগ্রহকাল - ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭ ইং
বিষয় - প্রেম।

কথা ঃ

হাপুং জুদানি মাই চাউই খীলাই
আন' পগানু নুংলে।
তীইবুক জুদানি তীইনীংগীই খীলাই।
নীংলে পগ্গানু আন'।
হাজার খাতংগীই নাইরীকফাইসিংব
ঘাতি ওয়াখিলং জরা।
মায়- বুঝিয়া মাই খুরই রিব'
চায়া অগসাঅ হিনদি
মায় বুঝিয়া তীই সিরই রিব
নুংয়া অগসাঅ হিনদি
.....
মা ফানি জবান নারীকদ্রপসে
আংবা থাংনানি নাংগ'
দারুন মাইসংমা মাইখরক কুতুং
দারুন মাইসংমা চায়া।
দারুণ তাইখকমা কুওয়া তাইরুমু
দারুণ তাইখকম' নীংয়া।

(**ভাবার্থ ঃ** (জামাই প্রথায় যাত্রাকালীন গান) নতুন জায়গায় গিয়ে নতুন পরিবেশে গিয়ে তুমি আমায়া ভুলে যাবে। নতুন জায়গায় জল অন্ন তোমাকে ভুলিয়ে দেবে। যদি তুমি আমার প্রতি একান্তই অনুরাগী হও তাও জলের ঘাট পর্যন্ত বড়জোর আমায় অনুসরণ করবে- এর বেশী তো নয়। যদি মা স্নেহ করে ভাত বেড়ে দেন- খাওয়ার জন্য জল দেন ওগুলো পেট ব্যাথার ভান করে খেয়োনা হে প্রিয়ে মা বাবার কথা রক্ষার জন্য মাত্র আমি যাচ্ছি। নিতান্ত সন্তান স্নেহে পাগল মা, সাদরে গরম ভাত বেড়েদিলেও খাব না। সস্নেহে কুয়োর ঠাণ্ডা ও পরিস্কার জল পান করা জন্যে দিলেও পান করবো না।)

সঙ্গীত নং ৭৭

কণ্ঠশিল্পী - শ্রীনিশিকান্ত দেববর্মা
গ্রাম - কমলপুর
সংগ্রহকাল - ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৭ ইং
বিষয়- প্রেম।

কথা ঃ

আষাঢ় মাসনি ওয়াতৌই ওয়ামানি
ওয়াতৌই ওয়াখর' খর।
ওয়াতৌই নি তৌই বাই তৌইসা তরমানি
তৌইসা তর মর মর'
অ তৌইছাঅ- ছিচিং চাকমানি
ছিচিং তমর মর।
অ-ছিচিংগ আবার হাবমানি
আবার তমর মর'
নৌং মাছা চাদি আং মাসা চানু
জন আ মাসা চানু
অ বায়ারগ তাবুকনি সময় য়াদে
আষাঢ় মাসনি .....।

(**ভাবার্থ ঃ** আষাঢ় মাসে অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে। সেই বৃষ্টির জলে ছোট ছড়ার জল বেড়েছে। সেই জলে মাছ ধরার জন্য ছিচিং লাগানো বসানো হয়েছে- সেই ছিচিং এ বড়সড় পুঁটি মাছ ধরা পড়েছে। তুমি আর আমি জনে একটা করে মাছ খাব। ওহে বন্ধুগণ ও সময় এই ঋতুতে- এই আষাঢ় - বাদলঘন।)

সঙ্গীত নং ৭৮

কণ্ঠশিল্পী - শ্রীনিশিকান্ত দেববর্মা
গ্রাম - কমলপুর
সংগ্রহকাল - জানুয়ারী, ১৯৭৭ ইং
বিষয় - উপদেশ।

কথা ঃ

গাথি খামানি খৌরৌইপাং ফাংগ-
নিল বাই মান্দার যুদ্ধ।
নিলদে পাইন' মান্দার দে চেনন'
খুমুক নিনাং গৌই তংখা।
মান্দার পাইয়াঅই নিল পাইখাইলে
হাঅ পাড়া বিরিমান নাংনু।

নিল পাইয়াঅই- মান্দার পাইখাইলে কামি হামরীবাই বাংনু।
সীকাং নি লামন' নাহার হিময়া খাই
তানীয় মান গ্লাক দশা।
মীসাদে তংখা মায়ুং দে তংখা
কাটি লাংগ্লাক দশা।

(**ভাবার্থ ঃ** জলের ঘাটের পশ্চিম ধারের করই গাছে - নীল আর মান্দার (চলুই) এর মধ্যে ঝগরা বেঁধেছে। তার ফলে গাছের শাখাও প্রশাখা আলোড়িত হচ্ছে। কে হারবে কে জিতবে কে জানে। যদি নীল জিতে তবে পাড়ার অশান্তি আসবে আর যদি মান্দার জিতে তবে পাড়ার শ্রীবৃদ্ধি হবে। ভবিষ্যৎ এর কথা চিন্তা করে না চললে বিপদে পড়তে হবে। সামনের পথে বুনো হাতী রয়েছে না বাঘ বসে আছে- তা সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলা দরকার।)

সঙ্গীত নং ৭৯

কণ্ঠশিল্পী - শ্রী মঙ্গল দেববর্মা
গ্রাম - গাবর্দি সদর দক্ষিণ
সংগ্রহকাল - ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭ ইং
বিষয় - উপদেশমূলক।

কথা ঃ

হরি চেথুক সা বীসা তা রিদি
কীপাল বিরিমান মানফুন।
তখা সাক কসম বীসা তারিদি
তাখুকনি তকতীই পাইনু।
কালাংসি তলা কুওয়া তাখুরদি
বীলাই কীলাইমা হানো।
কামিচাং তলা হুগন' তাচাদি
জাবরা হুগমাং লেংনু।
রানধা কীতালনি সীরাইমুং চাখাই
সিকরুক দংগি খা ফুন।
রানদি কীতালনি গাইলা তা চাদি---
য়াংস্না গোজা খা খুন।

(**ভাবার্থ ঃ** হরি চেথুক পাখীর ছানা পুষিওনা। এতে কপালে দুঃখ আসে। কাল কাকের ছানা পুষিওনা, খাঁচার অন্য ডিম শেষ করে ফেলবে। কাংলাসি বাঁশের ঝাড়ের নীচে কূপ খনন করোনা, কূপে বাঁশের পাতা ঝড়ে পড়বে। পাড়ার নিকটবর্তী স্থানে জুম ক্ষেত করোনা, দুর্বা গাস পরিস্কার করতে করতে হয়রান হবে। সদ্য বিধবার অভিশাপে ব্যাঙও কুঁজো হয়ে যায়। সদ্য স্ত্রী হারার অভিশাপে শকুন ও পঙ্গু হয়ে যায়।

সঙ্গীত নং ৮০

কণ্ঠশিল্পী - শ্রী বিশুরায় দেববর্মা
গ্রাম (চম্পকনগর) (সদর উত্তর)০
সংগ্রহকাল - মার্চ ১৯৭৭ ইং
বিষয় - জুমিয়া জীবনের ছন্দ।

কথা ঃ

অ নাকুতি আইচুক বাচাওই য়্যাগুল খিলমানি
বুফুরু কীলাইনানী।
তাইসানি বাগীই বছর তংসানি
তাংগীই চীং নারীক নানি।
আষাঢ় পাকলা তাংরীকয়া খেইব-
মাইতাং অংখরনা মানয়া।
ভাদর মাইকতক চারীইয়া খাইব-
তকসা মাই সিনিলিয়া।
মায়- বীরীইচুগ নগন' তংথুন
মায়াম তগরীগীই তংথুন।
বাবু বুড়াছা নগন' তংথুন
সুকন' বাইনাওই তংথুন।

(**ভাবার্থ ঃ** হে সোনামনি ভোরে ভোরে উঠে তোমার জুমে বদলী কাজে গিয়েছিলাম। কখন তুমি তা পরিশোধ করবে। সময় থাকতে থাকতে জুমের কাজ শেষ করে নিতে হবে আষাঢ় মাসে পাকলা নিড়ানী না দিলে ধানের শীষ ভালোভাবে আসে না। ভাদ্রমাসে যদি জুমের ধান কাটা শেষ না করা যায় তবে ধানের ঘাটতি পড়তে পারে। মা-বৃদ্ধা হয়েছেন- উনি জুমের কাজে না গিয়ে বাড়ীতেই থাকুন- হাল্কা গৃহস্থালীর কাজ দেখুক। তেমনি বৃদ্ধ বাবাও কাচ্চা বাচ্চাদের সামলিয়ে বাড়ীতেই থাকুক।)

সঙ্গীত নং ৮১

কণ্ঠশিল্পী - শ্রীমতী কৃষ্ণপতি দেববর্মা
গ্রাম (সদর উত্তর)
সংগ্রহকাল - ডিসেম্বর ১৯৭৬ ইং
বিষয় - প্রেম।

কথা ঃ

সেলেকুং হাপুং হুগন তাচাদি
সেলের মা কবল ওয়ানু।
গারিংনি নুগুল সাতাং রাপজাকয়া
রাপ্ ফাইদি খানি বরক।

বুইনি থানি বা খাক্লুবুবার
আনি খানিবা খুমবার
খুনজু কানখাইবো খুনজু বাইরগো
খাজু বরখাইবো খাজু কবলো
বরঅ তনিনাই ওংখা।

(**ভাবার্থ ঃ** সেলেকুং টিলা জুমের জন্য নির্বাচন করোনা। ঘানস্য জুড়ে ধরবে। জুমের টংঘরের কাজ কিছু বাকী। হে মনের মানুষ তুমি এসো টংঘরের নির্মানের কাজ শেষ করো। অন্যের কাছে কুমড়ো ফুলের মতো কুশ্রী হতে পারো। কিন্তু আমার কাছে তুমি সুন্দর। এই সুন্দর ফুলকে কানে পরলে কানের লতি নুয়ে পড়ে। খোঁপায় গুজে দিলে খোঁপা আচ্ছাদিত হয়ে যায়। কোথায় যে পরি?)

সঙ্গীত নং ৮২

কণ্ঠশিল্পী - শ্রীমতী বুধুলক্ষ্মী দেববর্মা
গ্রাম (জিরানীয়া (সদর উত্তর)
সংগ্রহকাল - মার্চ, ১৯৭৭ ইং
বিষয় - প্রেম

কথা ঃ

তকসা তিয়ারী পাণতৌই কাকয়াখো
জান সংবো লাইফাই য়্যাখো।
গারীং লামাঅ গুনথু পিনজাগৌই
য়্যাকয়াই নুগৌরীক লিয়া।
গারিং লামাঅ মাইসৌই পিনজাগৌই
পাকুড়ী নুগরীক লিয়া।
বুফাংনি খাইচিং কুচুকতিলিঙ চিঙ
ইয়াংতৌই তাখুকনৌই লাইফাইনাই রগনো
নুগরীগৌই খাচিং খাচিং
নুগয়া খাই নুগয়া বাবাইসা
নুকখলাই- খা কুবুগ ছাঅ-।

(**ভাবার্থ ঃ** ঘাসে এখনও শিশির বিন্দু ঝরে পড়ে নাই। সুতরাং বুঝা যায় প্রাণের মানুষ এখনো এ পথ পারি দেয় নাই। টং ঘরের রাস্তার পার্শ্বে কাওন বুনেছি - তাই তাদের মাথার পাগড়ী দেখা গেলোনা। যে দুজন চলে গেলো তাদের কে দেখে মন কেমন করছে। যদি না দেখে থাকতাম তাহলে মনকে মানান যায়। কিন্তু দয়িতের বা প্রেমিকার সম্মুখ উপস্থিত যে মনকে বড় নাড়া দিয়ে যায়।)

সঙ্গীত নং ৮৩

কন্ঠশিল্পী - শ্রীমতী বুধুলক্ষ্মী দেববর্মা
গ্রাম - জিরানীয়া (সদর দক্ষিণ)
সংগ্রহ কাল - জানুয়ারী, ১৯৭৮ ইং
বিষয় - প্রেম

কথা ঃ

করম বুধুল সংন'
হোগলে তাংনাব নাঁংবাই সা বাক্‌সা
তাংনা তাং বাকসা চাঁংলে।
নাঁংবাইলে চাং কাঁনায় বায়াপ সাক বাক্‌সা
তংমা তংনাইথক চাংলে।
ভাদর থাংখাইলে আশ্বিন ফাইয়ানু
আশ্বিন সারিনা জরা ফাইয়ানু
অ করম বুধুল সংন'
চাং বাহাই নাংবাই কাগনাই
তাকাঁলাই বিছি বারাখা নাদো
তামসাঁক দাকতি থাংখা।
অ করম' বুধুল সংবাই
তাইসা লে মা তংমাতাঁলাই —
নগ তংগাঁইবো সাইচুং তংথকয়া
কাঁনাই তংমা তাঁই ওংয়া
অ মরা বিশি বা তামসাঁক দাগতিথাংখা
সাইচুংলে তংগাঁই নাংলে বনিয়া -
কাঁনয় সে বনিওয়ানু।
কাঁনায় কাঁনায় সে চাং বনি নানি-
অ করম বুধুল সংবাই
খাবাই' খা মিলিই ফাইদি।
সাক বাকসা অংগাঁই খা কাইসা ওংখাই
চিনি কিরিনা কাঁরাই
অ-নাইথক-- করম' সংবাই।
মায় বাবুনি খান চাং নাঅই
তংসুক মানগ্নাক নাদো।
হরবো হপুং ইমাংগ নুগ'
করম বুধুল- সংনো।

(**ভাবার্থ ঃ** হে সোনামনি। জুম ক্ষেতে কাজ করতে গেলেও তোমার সাথে একসঙ্গে কাজ করি। তোমার সাথে আমার বয়স সমান। তাই একসাথে থাকার মধ্যে এতো আনন্দ। ভাদ্র মাস শেষ

হলে আশ্বিন আসবে। এবার বছর যেন তাড়াতাড়ি শেষ হতে চলেছে। যদি বছর শেষ হতে আর একটু দেরী হত তবে তোমার সাথে আর একটু বেশী সময় থাকতে পারতাম। ঘরে একা একা থেকে মন ভালো লাগে না। তোমার সাথে এক সাথে থাকলে কোন ভয় থাকে না। থাকার কথাও নয়। অন্তরে অন্তরে মিলন হলে তার চেয়ে সুখের আনন্দের আর কি আছে? মা-বাবার মতামতের দিকে চেয়ে যে থাকা যাচ্ছে না, রাত্রির তন্দ্রার ঘোরে (সপ্নে) তুমি যে সারারাত দেখা দাও। হে আমার প্রান প্রিয়।)

সঙ্গীত নং ৮৪

কণ্ঠশিল্পী - শ্রীমতী বুধুলক্ষ্মী দেববর্মা
গ্রাম - জিরানীয়া
সংগ্রহকাল - ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৭ ইং
বিষয় - প্রেম।

কথা ঃ

নাইসিক মামাংসে তংনা মুচুংগ'
নাইথক বারিয়া রগন'।
বীবতীই মীতাইরগ বীবতীই কাইথর রগ -
ননলে সীই অই তাকখা।
নাইসিক নাইবায়া দুলগীনাং রকলে
অ সাজগীই তাকজাক নাইরগ।
অ ওয়ানসুগীই সীইজাক নাইরক।
নন সে আশামাং আসীক দিনথাংখা
অ প্রাণ নি যাদু সংনো।
সীকাং য়্যালীলীক তলীই হিমনানি
সীকাং হিমপাইদি য়্যালুক।

(**ভাবার্থ ঃ** তুমি এত সুন্দর শুধু তোমার দিকে তাকিয়ে থাকার ইচ্ছে হয়। দেবতা তোমাকে কিভাবে গড়েছেন। কিভাবে কল্পনা করে রূপদান করেছেন- তা ভেবে অবাক হই। তোমার রূপের সৌন্দর্যের অবয়ব ভগবান নিশ্চয়ই ধীরে সুস্থে ভেবে এঁকেছেন। শুদু তোমাকে আশা করে করেই আমার দিনের পর দিন কাটছে। হে প্রানাধিক প্রিয়ে, এসো- আমার সম্মুখে চলো আমি তোমার পেছনে পেছনে হাঁটি।)

সঙ্গীত নং ৮৫

কণ্ঠশিল্পী - শ্রী বিশুরাই দেববর্মা
গ্রাম - (চম্পকনগর(সদর উত্তর))
সংগ্রহকাল - জুলাই, ১৯৭৭ ইং
বিষয় - প্রেম।

কথা ঃ

আইচুক বাচাবো তককৌলা খরাং

সারিগ সাল থাংবো- য়ংখাজি খরাং
বায়াপ সাগবাকসা হাবা নংখরই
খাপাং সীরাংমা জরা।
সালবা সাল থাংরীক থাংরীক
হাবা আই মানরীক মানরীক
সারিগ সাল থানগ থানগ ফুরুখাই
তীমা য়াংখাজি মা পুং।
খুমুক য়ংখাজি পুংমা খীনাতাই
খাপাং গুরুমবো চিনি।
হরপুং হরকলক ওয়ানসুক ওয়ানসুগই
মুকতাই য়রো চিনি।

(**ভাবার্থ ঃ**- খুব ভোরে উঠলেও মোরগের ডাক শুনা যায়। বিকেলে সন্ধার কাছাকাছি সময়ে যংখাজি (এক ধরনের পোকা) ডাকে। বন্ধুবান্ধব সমবয়সীদের সাথে একসাথে জুমের কাজ করলে মানসিক উৎফুল্লতা বাড়ে। জুমের কাজে যৌথ শ্রমে যতই বিকেল হচ্ছে কাজের দিকে ততই- মনযোগ হচ্ছেঙ্গ গহনবনে য়ংখাজির ডাক শুনে মন উতলা হয়ে উঠে। সারা রাত শুয়ে শুয়ে ভাবি- শুধুই ভাবি- আর চোখ দিয়ে নীরবে অশ্রু ঝড়ে।)

সঙ্গীত নং ৮৬

কণ্ঠশিল্পী - শ্রীমতী ঝর্ণা দেববর্মা
গ্রাম -জিরানীয়া
সংগ্রহকাল - আগস্ট, ১৯৭৬ ইং
বিষয় - প্রেম।

কথা ঃ

মতমলে সাম্পারি বুবার বারমানি
তীমানি আসীক মতম-
তীমানি আসীক নাইথক -
মতম সাম্পারী রগন।
মবো মতমবো নাব নাইথগো
অ-মতম সাম্পারী রগন।
অ-করম বুধুল সংবা
মতম সাম্পারি ওংগাই মানখীলাই
খাজুঅ বনি খামুন।
কতগ দুগমালা ওংগাই মানখীলাই
কতগো বনি খামুন।
কতগ দুগমালা ওংগাই মানখীলাই
কতগো বনি খামুন।

রাংচাক য়্যাসিতাম ওংগই মানখীলাই
য়্যাছিঅ বনি খামুন।
রুফা ইনি বালা ওংগাই মানখীলাই
য়্যাগতীগো বনি খামুন।
অ-করম' বুদুল সংবা।
নাংবাই তংগাইসে খাতাংমা পগয়া
নুগয়া চাং বাহাই তংন?

(ভাবার্থ ঃ ফুল ফুটেছে। চম্পাফুলের এত গন্ধ এত সৌন্দর্য্য কেন? যদি চম্পাফুল হতে পারতাম তো খোঁপায়- শোভা পেতাম। যদি সোনার হার হতে পারতাম - তবে গলায় শোভা পেতাম। যদি রুপোর বালা হতে পারতাম- তবে বাহুতলার সৌন্দর্য্য বাড়াতাম। এমনিতেই এক সাথে থাকতেই তোমার জন্য মন ছটফট করে তুমি দূরে গেলে বিরহ কি করে সইব?)

সঙ্গীত নং - ৮৭

কণ্ঠশিল্পী - শ্রী বিশুরাই দেববর্মা
গ্রাম - চম্পকনগর (সদর উত্তর)
সংগ্রহকাল - আগস্ট, ১৯৭৭ ইং
বিষয় - প্রেম।

কথা ঃ

অ নাকুতি - আগি চেরাইঅ চাং থাংলাইফুরু
কানুই সাক বাকসা নংবাই।
অ নাকুতি - নাংবাই হুক য়্যাগুল
মা তাংরীক লিয়া
আগি সাকবাগছা চাং তাংমাফান'
তরমানি সাওই মানয়া।
অ নাকুতি গাতি ওয়াথাব নি ওয়াকেবেং সুরতুই
মায় কক সুরমা বাংখা।
বাবু কক সুরমা বাংখা।
অ নাকুতি আদি মায়ানো সারিয়া হিন খাই
রাইবা চাং রিহরানু।
অ নাকুতি সাজিয়া ছিনি বাইদ্যছে নাইঅ
হাফুং রুং- চলে নানি।
নিনি বাইদ্যলে নায়ই তংগ
রাইবা চাং রিহর নানি।

(ভাবার্থ ঃ হে সোনামনি। আগে শিশুকালে আমরা যখন একসাথে খেলা করেছি। তখন আমরা পরস্পর সমবয়সী ছিলাম। তোমার সাথে বড় হয়ে এক সাথে জুমের কাজ করার সুযোগ

হয়নি। কখন তুমি আমি বড় হয়েগেছি- টের পেলামনা। হে সোনামনি মা বাবা বিভিন্ন জায়গায় সম্পর্ক পাঠাচ্ছেন। তুমি যদি এখনো আমাকে ভালবাস তবে খবর পাঠাও। আমরা ঘটকালির জন্য লোক পাঠাবো। স্থলপথে নৌকা চালনার মতো অসম্ভবকে সম্ভব করে শুধু তোমার দিকে চেয়ে আছি। তুমি রাজী থাকলে ঘটকালির লোক পাঠাব।)

সঙ্গীত নং ৮৭ (২য় অংশ)

কণ্ঠশিল্পী - শ্রী বিশুরাই দেববর্মা
গ্রাম - চম্পকনগর
সংগ্রহকাল - আগস্ট, ১৯৭৭ ইং
বিষয় - প্রেম

কথা ঃ

তকসা রাংগীচাক বীমীখাং কীচাক
রাইবা কক কীরীং চীং রিহর নানি
অ-নাকুতি নীংসে ব দিন অ হামজাক্।
দংগ' কুবুলনাই সবাই
ওয়াসক কুবলনাই কলিনি বাংফাই
খুমুক বাংমিসিং কুবুলুই থাইনাই
বলংমীখা থাই বাই
অ নাকুতি বীখা খুলগীই ককথাইসা সাদি-
ব দিনঅ হরনাই রাইবা।

(**ভাবার্থ ঃ** সেনার ছোট পাখী। তার গাল টুকটুকে লাল। আমরা ঘটকালীর জন্য লোক পাঠাতে প্রস্তুত তুমিই বলে দাও কবে কখন লোক যাবে। ..... হে সোনামনি মনের কথা একবার খুলে বলো- কত তারিখ কোন দিনে ঘটকালির জন্য লোক পাঠাবো।)

সঙ্গীত নং ৮৮

কণ্ঠশিল্পী - শ্রী বিশুরাই দেববর্মা
গ্রাম - চম্পকনগর
সংগ্রহকাল- আগস্ট, ১৯৭৭ ইং
বিষয় - প্রেম।

কথা ঃ

অ-নাকুতি আগি চেরাইঅ
নীংবাই চীং কীনীয় কক সালাইমানী
জাগা কক সাতক সাতক।
অ নাকুতি নীংবাই চীংকীনীই হিমমানী লামা
তংখু য়্যাপিরি মারি।
নীংবাই হিমমানি মুইতু মানখীলাই
মকল' কীফাই তংখ।

অ-নাকুতি নৌংবাই চৌং কৌনৌয় কক সামা জাগা
জাগা কক সাতক সাতক।
অ-নাকুতি নৌংবাই খোলাসা তংমানি জাগা
বৈখন্ত বানক জাগ থুন।
অ-নাকুতি-নৌংবাই চৌং কৌনৌই তুকুমাজাগা
কলিনি তিরথ অংথুন।

(**ভাবার্থ ঃ** হে সোনামনি শৈশবে তোমার সাথে এক জায়গায় কথা বলেছিলাম সেই জায়গা দেখে আগের কথা মনে পড়েছে। হে সোনামনি আমরা দু-জনে যে পথে হেটেছি এখনো সেখানে পায়ের চিহ্ন রয়েছে। সেই কথাগুলো মনে পড়লে এখনো স্পষ্ট চোখে ভাসে। তোমার সাথে নিবৃতে কথা বলার জায়গা যেন এখনো জীবন্ত, যখনই আমি সেই জায়গাই যাই মনে হয় সেদিনের কথা, স্মৃতি ভীড় করে মনে। তোমার সাথে খেলা করার জায়গা বৈকুন্ঠপুরীতে পরিণত হোক। তোমার সাথে স্নানের স্থান কলিকালের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হোক।)

সঙ্গীত নং ৮৯

কন্ঠশিল্পী - শ্রী বিশুরাই দেববর্মা
গ্রাম - চম্পকনগর
সংগ্রহকাল- আগস্ট, ১৯৭৭ ইং
বিষয় - প্রেম।

কথা -

অ-নাকুতি রাইসক রাইখেপনি বৌখা চাগৌনাই
বলং মামলা বৌসা।
খাজানি কোয়াই খোলক চারিনাই
চিনি মাফলা কাইসা।
অ-নাকুতি মাইসৌই বৌতাংগ বাইচাগৌনাই
মায়না তকসা মাসা।
হাবা থাইচুমু রুতুগ চারিনাই
বাসিয়া নাগর কাইসা।
অ-নাকুতি থরাইলুং তৌইসা বেরাই চাগৌনাই
মাথাম সিকারী মাসা।
খাজানি কোয়াই খোলক চানিাই
চিনি মামলা কাইসা।

(**ভাবার্থ ঃ** বেতের বুকের নরম অংশ একমাত্র বনের মাফলা খেতে পারে। বুকের রিয়াতে রক্ষিত সুপারী একমাত্র প্রিয়জনই খুলে খেতে পারে। পাকা কাওনের শীষে মানিয়া ছোট্ট পাখীই একমাত্র খুটে খেতে পারে। জুমে কাজ করার সময় পাকা চিনারা খুঁজে খাওয়াব একমাত্র আমার প্রিয়-প্রেমিককেই। ছোট ছড়ায় ঘুরে ঘুরে শিকারী ভোঁদর মাছ ধরে খায়। হে প্রিয় তোমাকেই একমাত্র বুকের সুপারী খুলে খাওয়াবো।)

সঙ্গীত নং - ৯০

কণ্ঠশিল্পী - শ্রী বিশুরাই দেববর্মা
গ্রাম - চম্পকনগর
সংগ্রহকাল - আগস্ট, ১৯৭৭ ইং
বিষয় - প্রেম।

কথা ঃ

অ-বাসিয়া নাগর রগনো
নৌংবাই খলমানি কুচুক সামপারী
তংখো য়্যাসিনি-মারি।
নৌংবাই হিমমানি লামা লামপিরি
তংখ' য়্যাপাইনি মারি।
রৌছাম খিকরগ কোয়াই তক্লাইঅই
নৌংবাই চৌং চালাইমানী
তংখু দাসানি মারি।
গাতিনি হলং য়্যাকৌলাম - কাগয়া
নৌংবাই চৌং কৌনৌই কুচুক সাম্পারী
চৌং খল লাই মানী
তাইলে পগ লাং লিয়া।
ওয়ানজৌই বা হিন' মুইতু ন কচু
সিকাম তৌই তৌইমা তৌইচু
যালাই বখরগ খুমপুই
চিনি ককবিতি চৌংসালাইমানী
তংখু বৌখাঅ মুইতু।

(**ভাবার্থ ঃ** হে প্রিয় তোমার সাথে উঁচু গাছ থেকে সাম্পারী ফুল পেরেছিলাম। সেই গাছে এখনো আঙ্গুলের ছাপ মুছে যায়নি। তোমার সাথে যে রাস্তায় চলেছিলাম সেই রাস্তায় আমাদের পায়ের ছাপ এখনো মুছে যায়নি। তোমার সাথে গাইল এর পিঠে সুপারী দা দিয়ে কেটে দুজনে খেয়েছিলাম। এখনও সুপারী কাটার দাগ ঘাইলে রয়েছে। তোমার সাথে এক সাথে ফুল পারা - চলাফেরা করা ইত্যাদি কোন সময় ভুলবনা।)

সঙ্গীত নং ৯১

কণ্ঠশিল্পী -শ্রী বিশুরাই দেববর্মা
গ্রাম - চম্পকনগর (সদর উত্তর)
সংগ্রহকাল - আগস্ট , ১৯৭৭ ইং
বিষয় - প্রেম

কথা ঃ

হারুং হাকীচাং তকবুই এরকীচাং
তকবুইবো এরফাইলিয়া লিয়া।
আগি নখীলা গুটি থীংফাইনাই
গুটি বো থীং পাই লিয়া।
বুকু তেনেসা কুটনা সীক্খা
গুটিবো থীংফাইলিয়া।
অ-বাসিয়া নাগর রগনো
সিলুং তবখা বীরমানী নুগ'
আধা চা মানি নুগয়া
বাইনি নখলা বেরাইমা.নুগ্গ'
চিনি নখলা নুকয়া।
তীই গুরুম গুরুম- তীইখরক দেনা
বর' নীং নাংখা চীংন খাকেনা
চিনি নখলা গুটি থীংনানি-
সীবা খীলাইকা মানা?
বাবু ওয়াতানমা ওয়াফাকনো বালীই
দুঃখু সেপ্লে ফাইদি।
দুতি মুইখনচক কাননা মুচুংখাই
চামারি কাসা ফাইদি।
হরি বেরাংজ' বীসা রিনাখাই
হর' কোক দোলা ওয়াদী
যদি মায়ান' সারিয়া হিনকাই'
সারিগ তুকুনা ফাইদি।

(**ভাবার্থ** - সুন্দর সুশীতল উপত্যকায় আগে তকবুই খেলা করত। এখন আর কেন আসেনা। আগে আমাদের উঠোনে গুটী খেলতে আসত এখন কেন আসছে না। কে তাকে কুমন্ত্রণা দিয়েছে- গুটি খেলতে আসা বন্ধ করেছে। হে সোনামনি। সিলুং তবীখা পাখীকে শুধু উড়তে দেখি - খাদ্য গ্রহণ করতে দেখিনা। অন্যের উঠোনে বেড়াতে দেখা যায় কিন্তু আমাদের উঠোনে আসে না। কোথায় তোমার মনে আঘাত লেগেছে- তুমি আর গুটি খেলতে আসছনা। বাবার কাটা বাঁশের বোর বহন করে বাবার শ্রম লাঘব করো। যদি মুইখনচক নকসা যুক্ত গামছা পড়তে চাও তবে ঘর জামাই হিসেবে চলে এসো। যদি তুমি আমাকে মায়া ত্যাগ নাই করো তবে বিকেল বেলায় ঘাটে স্নানে এসো।)

সঙ্গীত নং ৯২

কণ্ঠশিল্পী - শ্রী বিশুরাই দেববর্মা
গ্রাম - চম্পকনগর
সংগ্রহকাল - আগস্ট, ১৯৭৭ ইং
বিষয় - প্রেম।

কথা ঃ

ইমাং নুগমাবো বজরা খামচাই
রাংনি ফলাদে ছিদো
মাইনি ফলাদে ছিদো
মস হুলমানি পাতাবাই পোতা
ইমাং নুগ মানি যুদা।
বাবু সং তাংমা গারিং খাকরুই
আর কাতীতাই তীমানি ভাবিহরকা
মিয়া সারিগ গারিং তাই খগাই
কাবুই ফাইমানি -
লাখুয়া সারগ নাংখা
খীনাই খালপুরু আইনা নাইগীতাই
নাইনা মুচুংখাই
নিনি মায় বাই আনি মায়ন'
আচাক কক সালাইরিদি।
তাকীলাই বিছি রগো
মায় থুমানি থংগার জরাঅ
তাগদুক খাজাগাই
তাকখ্রাই মানসীকলিয়া।

(**ভাবার্থ ঃ** স্বপ্নে বজরার খই দেখেছি। জানি না সেটা কি টাকা পয়সা বা ধান চালের বৃদ্ধির প্রতীক কিনা। বাবার তৈরী সুন্দর টংঘরে বসে কি এত ভাবছি। গতকাল টংঘরে জল ভরে রেখে এসেছিলাম। বোধঙয় রাখালেরা খেয়ে নিয়েছে। আয়নায় নিজেকে দেখার মতো যদি দেকতে চাও তবে তোমার মা আর আমার মাকে এক সাথে বসে কথা বলতে দাও। এবারে এই বৎসর মায়ের শয়নাস্থানে তাঁত বোনতে বসে কিছুই এগুতে পারছি না।)

সঙ্গীত নং - ৯৩

কণ্ঠশিল্পী - শ্রী বীরচন্দ্র দেববর্মা ও সম্প্রদায়
গ্রাম - সদর দক্ষিণ
সংগ্রহকাল - সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩ ইং
বিষয় - প্রেম

কথা ঃ

পুং ঃ নুখুমং খুঙচিলি সিমিলক' বুতুই
দাংদালঅ ফৈরাং কক তাঁই
বাবু রাই সাইমা রাইতাঁই
মায়অ খুল লুমা খাতাঁই
সিসিমালতি মাখাং গো ফুলই
খাংগা থাইকক্ থাঁই কক্তাঁই
স্ত্রী ঃ মাইসিং ছিয়ারী বাংমানি বাগাঁই
নাইরীগাঁই নুগরুগলিয়া
পুং ঃ সাইচাং কইনেনে নাঙ তামা মা তঙ.
তংফাই গ্রাদি আংবাই
কানাই তংগাইসে তংমাচাং মাচাং
সাইচুং তংগাই দে মাচাং
স্ত্রী ঃ হারুং আমিচাং বালাই কুওয়াওয়াং
সাইচুং খলাই দে মাচাং
পুং ঃ লামা গানানি ওয়ান্দাল কালাংসি
বদে কক কালাই লাংসি
মাহামায়ানি জ্বালানি ককনো সাইদে নাইনা সালাই

(**ভাবার্থ ঃ** আমার প্রিয় গালে সিসি মালতি মেখে গাল সুন্দরতর হয়েছে। শীতের কুয়াশা বেশী হওয়ার জন্য তোমাকে আমার দেখতে পাই নাই। তুমি একাকী কেন রয়েছ। দু'জন না হলে কি চলে। শাকসব্জী তুলতে - জুমের কাজ করতে সব কাজেই একা একা ভাল দেখায়না মনোযোগ ও আসে না। সেই জন্য সঙ্গীর প্রয়োজন।)

সঙ্গীত নং ৯৪

কণ্ঠশিল্পী শ্রীমতী কৃষ্ণপতি দেববর্মা
গ্রাম - সদর উত্তর
সংগ্রহকাল - সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬ ইং
বিষয় - প্রেম

কথা ঃ

প্রাণ নি যাদু সংবাই
কৌনীয় সা বাকসা কৌনীয় তংবাক সা
খাপাং খা বাকসা নীংবাই।
হুচুংলে ওরিওই তবথাই পুংমানি
যাদু নো লব ফাই খীনা।
নিনি গারিংলে চেং গেরেং গেরেং
থামপুই মা পেরেং পেরেং
আনি গারিং লে চুক সর সর'
নকবার নাং সর' সর'।
আনি গারিং গ ফাইদি।
অ প্রান নি যাদু সুংযুই
নিনি গারিংগ' ফাইনালে মান-
তখা মগদাম চানো।

(**ভাবার্থ ঃ** ওগো প্রিয়ে- তোমার সাথে আমার সব জায়গায় সব ব্যাপারে এক। তোমার অন্তরে সাথে আমার অন্তরের মিলন। জুমের কিনারা ঘেঁষে তপথাই পাখী ডাকছে বোধ হয় প্রিয়তমের প্রশস্তি গাইছে। তোমার টংঘর ছোট নড় বড়ে আর মাছি- মশার ভীড়। আমার টংঘর বেশ উঁচু ভালো হাওয়া বাতাস খেলে। হে প্রিয় তুমি আমার টংঘরে চলে এসো। হে আমার প্রাণপ্রিয়। তোমার টংঘরে আসতে বাধা নেই। কিন্তু আমার জুমে যে ভুট্টা রয়েছে ঐগুলি কাকে খেয়ে ফেলবে।)

সঙ্গীত নং ৯৫

কণ্ঠশিল্পী - শ্রীমতী সুখিনী দেববর্মা
গ্রাম - সদর উত্তর
সংগ্রহকাল - ডিসেম্বর, ১৯৭৫ ইং
বিষয় - প্রেম

কথা ঃ

প্রাণ নি যাদু সংবাই
তংগাইলে তংথথক নাংবাই
নুগয়াখাই নুগয়া নুগয়া বাবাইসা
নুগখাই ভাবি মা বাংগ'।
কক সানা মুচুং হরো।
অ ননলে হামজাগাই যাদু হিনমায়া
লব সাঅই- নুংযা মানি।
অ প্রাননি যাদু সংনো।
নন লে ওয়ান সুগই আংলে মাইচায়া
মাইচু য়্যাগ তাইম' তাইম।
ননলে ওয়ান সুগাই আংলে তাইনাংয়া
তাই তিলক তাইম' তাইম----।
অ যাদু কলিজা সংনো ------।

(**ভাবার্থ ঃ** হে প্রানাধিক প্রিয়। তোমার সাথে থাকতে পারলে সব দুঃখ দূর হয়ে যায়। না দেখলে এক রকম কেটে যায়। কিন্তু ক্ষনিকের জন্য দেখা হলে বিরহ জ্বালা আরো বাড়ে। কথা বলার ইচ্ছে হয়। তোমাকে শুধু ভালোবেসেই প্রাণ যাদু বলছি না- তোমাকে প্রশস্তি করেই ঐ সম্বোধন করছি। তোমার স্মরণ করে আমি ভাত খাই না। ভাতের মোচা নিয়ে ঘুরাফেরা করছি। তোমাকে স্মরণ করে আমি জলপান করতে ভুলে গেছি। জলের পাত্র নিয়ে ঘুরছি। হে প্রিয় আমার ------।)

সঙ্গীত নং ৯৬

কণ্ঠশিল্পী - শ্রীমতি ঝর্ণা দেববর্মা
গ্রাম - সদর উত্তর (জিরানীয়া)
সংগ্রহকাল - জানুয়ারী, ১৯৭৮ ইং
বিষয় - উপদেষমুলক

কথা ঃ

অঃ তাখুকরগন,
কামি বাদওয়া বাংমানি বাগাই
তাবুক মা তংথাই মগাই।
কামি খুংচানি ককবিতি রগবা-
বাহাই বুই খানা লাংবা।
কামি বুবাগ্রা চিনি অক্রা
তামুংগাই ওয়ানা জাগ্বা
কেবেং কছং ছিলি নাং মান'
তামুংগাই ছিয়া ওংবা।
মিছিব মথনা চাগাই নাইখাদো
তবসে পেংলাং লিয়া।
পুনজর চাগাই মাতাই রাই নাইখা --
ছেমাসে চালাং লিয়া।
ছাইচুং ছাগকাইছা কাপাল য়্যাগ সুংগাই
তাইবাসাক তংনাই মগই?
কামি খুংচাঅ ছিলি নাংমানি
তামবাই মাতাই রিন'।

(**ভাবার্থ ঃ** হে ভাইসব পাড়াতে গুনিন লোকের আধিক্য হেতু, এখন চিন্তাক্লিষ্ট হতে হচ্ছে। এক পাড়ার ভেতরের খবর কি করে বাইরে শুনতে পায়। পাড়ার চৌধউরী কেন এত চিন্তিত। পাড়াতে নানারকম কু-প্রভাব (অশুভদৃষ্টি) পড়তে পারে এটা কেন বোঝ না। মহিষ মিথুন মানত করেও তাদের তুষ্ট করা যাচ্ছে না। জোড়া পাঠা বলি দিয়েও তাদের (অপ দেবতা) প্রসন্ন করা গেল না। একা একা কপালে হাত দিয়ে আর কত ভাববো। সারা পাড়ায় অপদেবতার কু-দৃষ্টি পড়েছে। কি দিয়ে পূজা দিলে পরিত্রাণ পাব।)

সঙ্গীত নং - ৯৭

কণ্ঠশিল্পী - শ্রী বিশুরাই দেববর্মা
গ্রাম - চম্পকনগর
সংগ্রহকাল - ডিসেম্বর, ১৯৭৭ ইং
বিষয় - আত্ম পরিচিতি।

কথা ঃ

জালাইঅ থাংব' তানথ্ক কুগমা খাই
ইয়াকরাই কাঁচাক থরাই
হাপিং গ থাংব' খলতক কুকমাখাই
ইয়াফা খরপচা অরাই।
তাঁইনি খাংগ্রাই বুমুং বুইশিরাই আনি
তংজামা জাগা হিনকাইবা আনি
বাবুনি মুংতা গগন চন্দ্র পাড়া
মাইঅ তাগ মানি রীতীরাকবরক
আংন' বগীলা বরগ।
চেরাই অংগাঁইবো মুং খুতক জাগো
অকরা ওংবো মুংকাঁলাই মানো
আমা মুং কাঁলাই ফারলাংমা বাগাঁই
ফুংনি দিপর বুমুং তাখুদি
ইয়াকুং ওস্তা চানু।
দিপর জরাঅ বুমুং তাখুদি
চাথানি মিথিক গানু।
আনি বুমুংন খুনানি হিনকাই
হরনি দিবর' খুদি।
হরনি দিবর' বুমুং খু কাঁলাই
এমাং গো নুগজাগ গানো।

(**ভাবার্থ ঃ** জলা ভূমিতে সব্জীর মধ্যে তারা গাছের চারা তুলতে ভালো লাগে। তেমনি জুমে হলে অরাই পাতা তুলতে ভালো লাগে। আমার নাম বুইশরাই। পাড়া আমার বাবার নামেই- গগন চন্দ্র পাড়া। আমি একজন বাউণ্ডলে লোক। ছোটরাও আমাকে নাম ধরে ডাকে। বড়রাও সহজ হবার জন্যে আমার নাম সহজে মনে রাখেন। মা সহজ নাম দিয়ে গেছেন কিনা । সকালে আমার নাম উচ্চারণ করো না তাহলে হোঁচট খাবো। দুপুরেও নাম উচ্চারন করোনা খেতে খেতে বিষম উঠবে আমার নাম উচ্চারন করতে হলে গভীর রাত্রে করতে পারো। তাহলে হয়ত স্বপ্নে আমাদের দেখা হতে পারে।)

সঙ্গীত নং - ৯৮

কণ্ঠশিল্পী - শ্রীমতী ঝানু দেববর্মা
গ্রাম - সদর দক্ষিণ (গাবর্দি)
সংগ্রহকাল - জানুয়ারী, ১৯৭৮ ইং
বিষয় - আত্ম পরিচিতি।

কথা ঃ

আঠারমুড়া দামড়াছড়া
নয়ন তাড়ানি পাড়া।
নয়ন তাড়ানি পাড়া দে পাড়া
বার ঘরিয়া পাড়া।
বার ঘরিয়া পাড়া দে পাড়া
নক কুড়িদক নগদক্
চালাই বাংমাবো মা কুড়িদক মাদক
বাবু হিনকাইবো অচাই থাংতিরু
কাকা কতর বো বারুয়া ওংগো
মাঙ্গলিয়া বুমা জগা লুতেরো
হাপুং বো কাঅ পাড়া নুহুরো
নয়ান তারানি পাড়া.....।

(**ভাবার্থ ঃ** আঠার মুড়ার পাদদেশে দামছড়া তীরে নয়ন তারার পাড়া। নয়ন তারার পাড়া বারঘরিয়া পাড়া বলেও পরিচিতি। এই বারঘরিয়া পাড়াতে এক সময় ছয়কুড়ি ছ ঘর ছিল। যুবক যুবতীও ছিল ছয় কুড়ি ছয় জন। বাবা পূজায় অচাই হতেন। বড় কাকা পূজাতে যোগদানদার (বারুয়ার) কাজ করতেন। মঙ্গলীয়ার মা পূজাতে উলুধ্বনি দিতেন। টিলা উঠা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই যে পাড়াটা চোখে পড়বে ঐটাই নয়ন তার পাড়া।)

সঙ্গীত নং - ৯৯

কণ্ঠশিল্পী - শ্রী নিশিকান্ত দেবমর্বা
গ্রাম - কমলপুর
সংগ্রহকাল - জানুয়ারী, ১৯৭৮ ইং
বিষয় - আত্ম অভিমান।

কথা ঃ

অ যাদু -
মায়নি অগ' জনম নাজাগীই
রাং চাক বিথি সংনো
জনম বা কাটেলিয়া।
অ- বানথু ছংন'।
ওয়াকমানি অগ জনম নাজাকখাই
জনম বা কাটে খামু
তিনি আচাইঅ খীনা রাঠারু
অ রাংচাক সং চিনি
জনম কাটে খামু।
তক্মানি অগ' জমন নাজাকখাই
অ রাংচাক সং -
জনম' কাটে খামু।
যাদু তিনি খুম পাইঅ
খীনা রাথার'
জনম কাটে খামু।
যাদু ফাইলে ফাইখাখা
ববে বাজার'
বাজার মা খালাই লাংয়া।
পয়সা গানাছা য়্যাগ মানবুয়া
বানথু ছংনো
বাজার মা খাইলাং লিয়া।
যাদু মনুষ্য জনম
উত্তম - জনম
বানথু - তাইলে নালিয়া জনম
অ- রাংচাক সংন'
মায়নি-অগ' জনম না জীগীই
জনম ব' কাটে লিয়া।

(**ভাবার্থ ঃ** হে প্রিয় মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়ে এ জীবন আর কাটে না। যদি পশু পাখীর পেটে জন্ম নিতাম- যদি শূকরের পেটে জন্ম হত তবে আজ জন্ম হয়ে কাল অর্থাৎ জন্মের পর শীঘ্রই মৃত্যু

হত। মোরগের পেটে জন্ম হলেও জন্মের পরই মৃত্যু হত। অর্থাৎ জীবন ক্ষণস্থায়ী হতো। হে প্রিয়তম আমি এই সংসারের বাজারে এসেছি। কিন্তু সাথে চারটি পয়সাও সঙ্গে নেই। তাই সংসারের বাজারে এসেও কোন কেনাকাটা করতে পারলাম না।

হে প্রিয় জানি মনুষ্য জন্ম হচ্ছে সর্বোত্তম জন্ম। তথাপি আমি আর মনুষ্য জন্ম নেবোনা....। হে প্রিয় (মানুষ) মায়ের গর্ভে জন্ম হয়ে আমার জীবন কাটে না।)

সঙ্গীত নং ১০০

কণ্ঠশিল্পী - শ্রী মুগলী দেববর্মা
গ্রাম - সদর দক্ষিণ
সংগ্রহকাল - ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ ইং
বিষয় - সংসারের জন্য সদুপদেশ।

কথা ঃ

মনুষ্য পুরি হিনই ফাইমানী
তামখাই তংলাং নানি।
তামখাই চালাং নানি।
কেবেং ফা কৌলাই বগৌই
বেড়া লাব বৌরৌই সংগৌই থাংনানি ববা কিচানি ককদা
ববা এরেং নি ককদা।
চিকন সারিন্দা নাগর তা তাম দি
ফান' পুষি না খাইলে।
দাংদু সিক্লা নাগর তা তামদি
মান' পুষি না খাইলে।
বুইনি তুংমুং নো তা সৌরাং জাদি
বলং মৌখরা লৌইতকতৌই ললাং
মাই কৌতাল চায়ৌই বহক পিলালাং
মৌইতৌক সম কৌরৌই মুই হাইলাং হাইলাং
বুইনি তন্মুং সৌরৌংলাই খাইলে
নুখুং থানাইসে নীলাম।
য়্যাক তৌক য়াক ঘড়ি কানৌই চানাবো
চিনি কপালঅ কৌরৌই
সানজা গেরেবো সিয়াল হুলগো
ওয়াকমা কুংতাগো - রুখুং বেদগনা খাইদি
সানজা কৌলাইখাই তকমা কতগো
তাখুক বেদকনা খাইদি।
মনঅ- অ মায়অ নি বিতি
মনঅ বাবুনি বিতি।

রাজা রাং কৌরাই সিয়া
ওয়াতাই নক কৌরাই বুঝিয়া
বনঅ নুং ওয়ানায়া দা
লক্ষ্মী ভাণ্ডারী জুকনো
খাজা করমঅ জুকনো।

(**ভাবার্থ** ঃ- মনুষ্য কূলে এসে কি করে কাটাব। কী করে খাওয়া পড়ার যোগার করব। সংসার ধর্ম পালন করাতো আর চাট্টিখানি কথা নয়। বাবামাকে খাওয়াতে পড়াতে হলে সারিন্দা ও দাংদু বাজিয়ে উড়নচণ্ডীর মতো চললে চলবে না। হাতে ঘড়ি লাগিয়ে বেড়ানোর কপাল আমাদের নেই। রাজা টাকা পয়সা হাতে নেই বুঝে না আর বৃষ্টিও ঘর নেই মানে না। তদ্রুপ অবুঝ শিশুও নেই বুঝে না। সেই সমস্ত কি তুমি ভাবো না?)